[illegible] কাম [illegible] আবৃত করলে জ্ঞানশক্তির প্রকাশ [illegible] পারে না। অর্থাৎ অন্তঃকরণ মলিন [illegible] শিশু জরায়ুর দ্বারা [illegible] অজ্ঞানাবৃত থাকলে প্রকাশিত [illegible] মানুষকে স্বধর্মপালন [illegible] থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, মানুষকে বিবেকহীন করে দেয়।

● मूल : आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च।।३९।।

● মূল : আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।।৩৯।।

⊙ **সন্ধিবিহীনপাঠ :** আবৃতম্ জ্ঞানম্ এতেন জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণ অনলেন চ।।৩৯।।

⊙ **বিসন্ধি :** জ্ঞানম্ + এতেন, দুষ্পূরেণ + অনলেন।

● **অন্বয় :** কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ নিত্য বৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্।

● **প্রতিশব্দার্থ :** কৌন্তেয় = ভো কুন্তিনন্দন = হে কুন্তিনন্দন (অর্জুন), অনলেন = অনলসদৃশেন = অনলসদৃশ, দুষ্পূরেণ = সদাতৃপ্তেন = সর্বদাই অতৃপ্ত, চ = তথা = এবং, জ্ঞানিনঃ = জ্ঞানিনাম্ = জ্ঞানীদের, নিত্যবৈরিণা = নিত্যশত্রুণা = নিত্যশত্রু, এতেন কামরূপেণ = অনেন কামরূপেণ অজ্ঞানেন = এই কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা, জ্ঞানম্ = মনুষ্যাণাং জ্ঞানম্ = মানুষের জ্ঞান, আবৃতম্ = আচ্ছাদিতম্ = আচ্ছাদিত থাকে।

● **বঙ্গানুবাদ :** হে কুন্তিনন্দন! অনলসদৃশ সর্বদাই অতৃপ্ত এবং জ্ঞানীদের নিত্য শত্রু এই কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা মানুষের জ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে।

◆ **टीका (गूढार्थदीपिका):** तथा तेनेदमावृतमिति संग्रहवाक्यं विवृणोति—आवृतमिति। ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमन्तःकरणं विवेकविज्ञानं वा इदंशब्दनिर्दिष्टमेतेन कामेनावृतम्। तथाप्यापाततः सुखहेतुत्वादुपादेयः

Scanned with CamScanner

[illegible] আগুনকে নিভিয়ে [illegible] দেয়। কাম [illegible] [illegible] জ্ঞানশক্তির প্রকাশ [illegible] পারে না। অর্থাৎ অন্তঃকরণ মলিন [illegible] যেমন গর্ভস্থ শিশু জরায়ুর দ্বারা [illegible] তেমনি অজ্ঞানাবৃত থাকলে জ্ঞানশক্তি [illegible] কর্তব্যবিমুখতা মানুষকে স্বধর্মপালন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, মানুষকে বিবেকহীন করে দেয়।

● মূল : আবৃতং ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च।।३९।।

● মূল : আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।।৩৯।।

⊙ সন্ধিবিহীনপাঠ : আবৃতম্ জ্ঞানম্ এতেন জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণ অনলেন চ।।৩৯।।

⊙ বিসন্ধি : জ্ঞানম্ + এতেন, দুষ্পূরেণ + অনলেন।

○ অন্বয় : কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ নিত্য বৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্।

● প্রতিশব্দার্থ : কৌন্তেয় = ভো কুন্তিনন্দন = হে কুন্তিনন্দন (অর্জুন), অনলেন = অনলসদৃশেন = অনলসদৃশ, দুষ্পূরেণ = সদাতৃপ্তেন = সর্বদাই অতৃপ্ত, চ = তথা = এবং, জ্ঞানিনঃ = জ্ঞানিনাম্ = জ্ঞানীদের, নিত্যবৈরিণা = নিত্যশত্রুণা = নিত্যশত্রু, এতেন কামরূপেণ = অনেন কামরূপেণ অজ্ঞানেন = এই কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা, জ্ঞানম্ = মনুষ্যাণাং জ্ঞানম্ = মানুষের জ্ঞান, আবৃতম্ = আচ্ছাদিতম্ = আচ্ছাদিত থাকে।

● বঙ্গানুবাদ : হে কুন্তিনন্দন! অনলসদৃশ সর্বদাই অতৃপ্ত এবং জ্ঞানীদের নিত্য শত্রু এই কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা মানুষের জ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে।

◆ टीका (गूढार्थदीपिका): तथा तेनेदमावृतमिति संग्रहवाक्यं विवृणोति—आवृतमिति। ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमन्तःकरणं विवेकविज्ञानं वा इदंशब्दनिर्दिष्टमेतेन कामेनावृतम्। तथाप्यापाततः सुखहेतुत्वादुपादेयः

[illegible]

● মূল : आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च।।३९।।

● মূল : আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।।৩৯।।

⊙ **সন্ধিবিহীনপাঠ :** আবৃতম্ জ্ঞানম্ এতেন জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণ অনলেন চ।।৩৯।।

⊙ **বিসন্ধি :** জ্ঞানম্ + এতেন, দুষ্পূরেণ + অনলেন।

O অন্বয় : কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ নিত্য বৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্।

● **প্রতিশব্দার্থ :** কৌন্তেয় = ভো কুন্তিনন্দন = হে কুন্তিনন্দন (অর্জুন), অনলেন = অনলসদৃশেন = অনলসদৃশ, দুষ্পূরেণ = সদাতৃপ্তেন = সর্বদাই অতৃপ্ত, চ = তথা = এবং, জ্ঞানিনঃ = জ্ঞানিনাম্ = জ্ঞানীদের, নিত্যবৈরিণা = নিত্যশত্রুণা = নিত্যশত্রু, এতেন কামরূপেণ = অনেন কামরূপেণ অজ্ঞানেন = এই কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা, জ্ঞানম্ = মনুষ্যাণাং জ্ঞানম্ = মানুষের জ্ঞান, আবৃতম্ = আচ্ছাদিতম্ = আচ্ছাদিত থাকে।

● **বঙ্গানুবাদ :** হে কুন্তিনন্দন! অনলসদৃশ সর্বদাই অতৃপ্ত এবং জ্ঞানীদের নিত্য শত্রু এই কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা মানুষের জ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে।

◆ **টীকা (गूढार्थदीपिका):** तथा तेनेदमावृतमिति संग्रहवाक्यं विवृणोति—आवृतमिति। ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमन्तःकरणं विवेकविज्ञानं वा इदंशब्दनिर्दिष्टमेतेन कामेनावृतम्। तथाप्यापाततः सुखहेतुत्वादुपादेयः

[illegible] চিত্ত চঞ্চল থাকে। অবিবেকী মানুষ বিষয়ভোগের মত্ততায় [illegible] পারে না। [illegible] আসক্ত চিত্ত সাধককে চিরশত্রু বলেই জানে। কামের স্বরূপ [illegible] জন্য শ্রীভগবান ইহাকে নরকের দ্বারস্বরূপে বর্ণনা করেছেন—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ (গীতা, ১৬।২১)

—কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বার এবং আত্মার নাশক। তাই এই তিনটিকে ত্যাগ করবে।

কাম আবরণকারক, বস্তুর প্রকৃত প্রকাশ কালে আবরণ ছিন্ন হয়। গর্ভস্থ পূর্ণাঙ্গ শিশু যেমন জরায়ুর বন্ধন ছিন্ন করে, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন ধূম্রজাল ভেদ করে, প্রখর সূর্য যেমন কুয়াশার আবরণ মোচন করে, তেমনি জ্ঞান—পরমজ্ঞান ও কামের আবরণকে নস্যাৎ করে।

৯. **সংস্কৃতে ব্যাখ্যা :** আলোচ্য অয়ং শ্লোকঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ কর্মযোগনামকাৎ তৃতীয়োঽধ্যায়াৎ উৎকলিতঃ। জ্ঞানিনাং চিরশত্রোঃ কামস্য প্রকৃতিবর্ণনাবিসরে শ্রীভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন অয়ং শ্লোকঃ উক্তঃ।

কদাপি কাষ্ঠৈঃ ঘৃতৈশ্চ ন অগ্নিঃ তৃপ্যতে। অথ অনলঃ দুষ্পূরঃ। যস্য কামনাপূরণং দুষ্করং স দুষ্পূরঃ। অনলস্য দুষ্পূরত্বং শ্রীমদ্ভাগবতে অপি বর্ণিতম্—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥ (ভাগবত, ৯।১৯।১৪)

কামঃ অনলসদৃশঃ দুষ্পূরঃ। ভোগশতেনাপি কামস্য তৃপ্তিঃ ন ভবতি। অয়ঞ্চ কামঃ জ্ঞানিনাং চিরশত্রুঃ। কামস্য প্রভাবাৎ সাধকস্য মনসি বিবেক-বৈরাগ্য নিষ্কাম ভাবনায়াঃ স্থিরত্বং ন সাধ্যতে। কামপ্রভাবেন জ্ঞানিনাং সাধনায়াং বিবিধাঃ বিপত্তয়ঃ জায়ন্তে।

অথ কামঃ সাধনমার্গস্য চিরশত্রুত্বেন চিহ্নিতঃ। তেন চ কামেন কর্মযোগিনাং জ্ঞানম্ আবৃতং ভবতি। ফলতঃ বিদ্যাবন্তঃ বুদ্ধিমন্তঃ অপি জ্ঞানিনঃ সত্যাসত্যনির্ণয়ে অক্ষমাঃ ভবন্তি।

●মূল : इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्।।४०।।

●মূল : ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।।৪০।।

Scanned with CamScanner

मन्मताननुवर्तित्वं तत्र कारणाभिधानपराय "ध्यायतो विषयान्पुंसः" इत्यादिना पूर्वमनर्थमूलमुक्तम्। राजसं च प्रकृतेर्गुणसंमूढाः, इत्यादिना बहुविस्तरं कथितम्, तत्र किं सर्वाण्यपि समप्राधान्येन कारणानि। अथवैकमेव मुख्यं कारणमितराणि तु तत्सहकारीणि केवलम्। तत्राद्ये सर्वेषां पृथक्पृथङ्निवारणे महान्प्रयासः स्यात्, अन्त्ये त्वेकस्मिन्नेव निराकृते कृतकृत्यता स्यादित्यतो ब्रूहि मे केन हेतुना प्रयुक्तः प्रेरितोऽयं त्वन्मताननुवर्ती सर्वज्ञानविमूढः पुरुषः पापमनर्थानुबन्धि सर्वं फलाभिसन्धिपुरःसरं काम्यं चित्रादि शत्रुवधसाधनं च श्येनादि प्रतिषिद्धं च कलञ्ज भक्षणादि बहुविधं कर्माचरति स्वयं कर्तुमनिच्छन्नपि न तु च निवृत्तिलक्षणं परमपुरुषार्थानुबन्धि तदुपदिष्टं कर्मेच्छन्नपि करोति। न च पारतन्त्र्यं विनोत्थं संभवति। अतो येन बलादिव नियोजितो राज्ञेव भृत्यस्त्वन्मतविरुद्धं सर्वानर्थानुबन्धित्वं जानन्नपि तादृशं कर्माचरति तमनर्थमार्गप्रवर्तकं मां प्रति ब्रूहि ज्ञात्वा समुच्छेदायेत्यर्थः। हे वार्ष्णेय वृष्णिवंशे मन्मातामहकुले कृपयावतीर्णेति संबोधनेन वार्ष्णेयीसुतोऽहं त्वया नोपेक्षणीय इति सूचयति।।३६।।

পর্যালোচনা : অর্জুন নরকুল প্রতিনিধি। আবহমান মনুষ্যকুলের প্রতিনিধি হয়ে অধিকারী আচার্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে কুশলী শিষ্য অর্জুন একটি জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেন। প্রত্যেক মানুষই ভালো হতে চান। নিষ্ঠার সাথে নিজকর্তব্য সম্পন্ন করতে চান। সৎকার্যের ফল যে শান্তি এবং অসৎ কার্যের ফল দুঃখ — বুদ্ধিমান মানুষ তা জানেন। সব জেনেও জ্ঞানপাপীর মতো মানুষ অসৎ কর্মে লিপ্ত হন, স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হন কেন?

অধিকারী আচার্য কুশলী শিষ্যের সঙ্গত প্রশ্নের জন্য ওৎ পেতে অপেক্ষা করেন— *'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'*। অর্জুনের নিকট থেকে শ্রীভগবান এরকম জিজ্ঞাসাই প্রত্যাশা করেন। কারণ তিনি তো জ্ঞান নিধি, জ্ঞান স্বরূপ। জ্ঞানের আলোকে জগৎকে আলোকিতই তিনি করতে চান। তাই তিনি অর্জুনের নিকট থেকে এরকম প্রশ্নই প্রত্যাশা করেছিলেন। প্রশ্ন উত্তর, সে তো তৈরীই আছে। ভগবান বললেন।

सर्वतो निरुध्यावृतस्तथा प्रकारत्रयेणापि तेन कामेनेदमावृतम्। अत्र धूमेनावृतोपि वह्निर्दाहादिलक्षणं स्वकार्यं करोति। मलेनावृतस्त्वादर्शः प्रतिबिम्बग्रहणलक्षणं स्वकार्यं न करोति। स्वच्छताधर्ममात्रतिरोधानात् स्वरूपतस्तूपलभ्यत एव। उल्बेनावृतस्तु गर्भो न हस्तपाददिप्रसारणरूपं स्वकार्यं करोति न वा स्वरूपत उपलभ्यत इति विशेषः।।৩৮।।

পর্যালোচনা : শ্লোকে 'তেন' ও 'ইদম্'— এই সর্বনাম দুটি যথাক্রমে কামনা ও জ্ঞানের বাচক। 'তেন ইদম্' — অর্থাৎ জ্ঞান কামনা দ্বারা আবৃত থাকে। কামনা জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে— এই সত্য বোঝাতে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তিনটি দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন। বহ্নি, দর্পণ এবং গর্ভ—বহ্নি ধূম দ্বারা, দর্পণ মল বা ধূলি দ্বারা এবং গর্ভ জরায়ু দ্বারা আবৃত থাকে। কামকর্তৃক আবরণের তিনটি পর্যায়— বিক্ষেপ, মল এবং আবরণ। অগ্নি জ্যোতিঃসম্পন্ন হলেও ধূমাবৃত অগ্নি শক্তিহীন। দর্পণ প্রতিভাসমান হলেও মলাবৃত হওয়ার কারণে প্রতিভাসহীন এবং গর্ভ প্রকাশমান হলেও জরায়ুর কারণে অপ্রকাশমান।

[...] इच्छा तृष्णा सैव रूपं यस्य [...]। तर्हि [...]विष्कारेण प्रमाणं सूचयति। ननु विवेकिना [...]प्याविवेकिनोपादेयः स्यादित्यत आह—दुष्पूरेणानलेन च। [...] दयमर्थः। न विद्यतेऽलं पर्याप्तिर्यस्येत्यनलो वह्निः स यथा हविषा पूरयितुमशक्यस्तथायमपि भोगेनेत्यर्थः। अतो निरन्तरं सन्तापहेतुत्वाद्विवेकिन इवाविवेकिनोऽपि हेय एवासौ। तथा च स्मृतिः "न जातु कामः कामानमुपभोगेनशाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते" इति। अथवा इच्छाया विषयसिद्धिनिवर्त्यत्वादिच्छारूपः कामो विषयभोगेन स्वयमेव निवर्तिष्यते किं तत्रातिनिर्बन्धेनेत्यत आह दुष्पूरेणानलेन चेति। विषयसिद्ध्या तत्कालमिच्छा तिरोधानेऽपि पुनः प्रादुर्भावान्न विषयसिद्धिरिच्छानिवर्तिका किन्तु विषयदोषदृष्टिरेव तथेति भावः।।३९।।

পর্যালোচনা : 'অলম' পর্যাপ্ত বাচক, তৃপ্তিবাচক। ন অলম্-অনলম্ = অতৃপ্ত। অনল যদি ও 'অগ্নি'র প্রতিশব্দ, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সার্থক ভাবেই অনল শব্দটি গ্রহণ করেছেন। শব্দের প্রয়োগ অর্থভিত্তিক- 'একো শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি'। সুপ্রযুক্ত শব্দ অভীষ্টার্থের দ্যোতক। অতৃপ্তির কারণেই অগ্নির 'অনল' নাম। যত খুশি ঘৃত বা কাঠ অগ্নিকে দেওয়া হোক না কেন, অগ্নির কখনো তৃপ্তি আসে না। অগ্নি আবার 'দুষ্পূর' — তাঁর ভক্ষণ সাধ কখনো পূর্ণ হয় না। অনল ও দুষ্পূর বিশেষণ দুটি কামের প্রতি প্রযুক্ত। শতভোগেও কামনার কখনোই নিবৃত্তি হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভোগ বস্তুতে অতৃপ্তির অনুতাপে রাজা যযাতি আক্ষেপ করে বলেছিলেন —

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।। (ভাগবত, ৯।১৯।১৪)

দুষ্পূর অনলের ন্যায় ভোগে কামও সদা বর্ধিত হয়। এই কারণে মননশীল বিবেকী জ্ঞানীদের চিরশত্রু। কাম বা কামনার কবলে মানবচিত্তে বিবেক, বৈরাগ্য ও নিষ্কামভাব স্থিত হতে

Scanned with CamScanner

না। দর্পণ বা আয়না আর প্রতিবিম্ব করাতে পারে না। অর্থাৎ অন্তঃকরণ মলিন থাকলে মানুষ সত্যাসত্য বিবেকবোধ হারিয়ে ফেলে। তেমনি গর্ভস্থ শিশু জরায়ুর দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার কারণে অপ্রকাশমান। জ্ঞান ও তেমনি অজ্ঞানাবৃত থাকলে প্রকাশিত হতে পারে না। ফলে জ্ঞানাভাবে নিদ্রা, আলস্য, কর্তব্যবিমুখতা মানুষকে স্বধর্মপালন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, মানুষকে বিবেকহীন করে দেয়।

● **মূল** : आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च।।३९।।

● **মূল** : আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।।৩৯।।

⊙ **সন্ধিবিহীনপাঠ** : আবৃতম্ জ্ঞানম্ এতেন জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণ অনলেন চ।।৩৯।।

⊙ **বিসন্ধি** : জ্ঞানম্ + এতেন, দুষ্পূরেণ + অনলেন।

○ **অন্বয়** : কৌন্তেয়। জ্ঞানিনঃ নিত্য বৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্।

● **প্রতিশব্দার্থ** : কৌন্তেয় = ভো কুন্তিনন্দন = হে কুন্তিনন্দন (অর্জুন), অনলেন = অনলসদৃশেন = অনলসদৃশ, দুষ্পূরেণ = সদাতৃপ্তেন = সর্বদাই অতৃপ্ত, চ = তথা = এবং, জ্ঞানিনঃ = জ্ঞানিনাম্ = জ্ঞানীদের, নিত্যবৈরিণা = নিত্যশত্রুণা = নিত্যশত্রু, এতেন কামরূপেণ = অনেন কামরূপেণ অজ্ঞানেন = এই কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা, জ্ঞানম্ = মনুষ্যাণাং জ্ঞানম্ = মানুষের জ্ঞান, আবৃতম্ = আচ্ছাদিতম্ = আচ্ছাদিত থাকে।

● **বঙ্গানুবাদ** : হে কুন্তিনন্দন। অনলসদৃশ সর্বদাই অতৃপ্ত এবং জ্ঞানীদের নিত্য শত্রু এই কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা মানুষের জ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে।

◆ **टीका (गूढार्थदीपिका)**: तथा तेनेदमावृतमिति संग्रहवाक्यं विवृणोति—आवृतमिति। ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमन्तःकरणं विवेकविज्ञानं वा इदंशब्दनिर्दिष्टमेतेन कामेनावृतम्। तथाप्यापाततः सुखहेतुत्वादुपादेयः

श्रीमद्भगवद्गीता

तृतीयोऽध्यायः

कर्मयोगः

(रजोगुणः—३६—४०)

● मूल : अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः।
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ।।३६।।

● মূল : অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ।।৩৬।।

⊡ **সন্ধিবিহীনপাঠ :** অথ কেন প্রযুক্তঃ অয়ম্ পাপম্ চরতি পূরুষ।
অনিচ্ছন্ অপি বার্ষ্ণেয় বলাৎ ইব নিয়োজিত।।৩৬।।

⊙ **বিসন্ধি :** প্রযুক্তঃ + অয়ম, অনিচ্ছন্ + অপি, বলাৎ + ইব।

○ **অন্বয় :** অথ বার্ষ্ণেয়। অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পূরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ (সন্) বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব চরতি।

● **প্রতিশব্দার্থ :** বার্ষ্ণেয় = ভো বার্ষ্ণেয়= হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশসম্ভূত), অথ = কিমর্থম্ = তা হলে কেন, অয়ম্ পূরুষঃ = অয়ং মানবঃ = এই মানব, অনিচ্ছন্নপি = অনিচ্ছুকঃ সন্ = অনিচ্ছুক হয়েও, কেন = কেন বলেন = কোন শক্তির দ্বারা, বলাৎ = বলপূর্বকম্ = বলপূর্বক, নিয়োজিতঃ ইব = প্রযুক্তঃ ইব = নিয়োজিত হয়ে, পাপম্ = পাপকর্মণি = পাপকার্যে, প্রযুক্তঃ = প্রবৃত্তঃ = প্রবৃত্ত হয়ে, চরতি = আচরতি = আচরণ করে।

● **বঙ্গানুবাদ :** হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশসম্ভূত)! তাহলে কেন এই মানব স্বয়ং অনিচ্ছুক হয়েও কার দ্বারা বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে পাপকার্যে প্রবৃত্ত হচ্ছে।

◆ টীকা (গূঢ়ার্থদীপিকা): तत्र काम्यप्रतिषिद्धकर्मप्रवृत्तिकारणमपनुद्य

রজোগুণসমুদ্ভূত কাম এর একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞানকে মোহিত করে মানুষকে পাপকর্মে লিপ্ত করা। এই লক্ষ্যে কাম জ্ঞানের যে উপকরণ ইন্দ্রিয়সমূহ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) মন ও বুদ্ধিতে অবস্থান করে, এদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কাম ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করে জীবাত্মাকে বিষয়াসক্ত করে পাপকার্যে লিপ্ত করে।

আত্ম কল্যাণ ও বিশ্বকল্যাণ সাধনের জন্য সাধককে কামের দুরন্ত প্রভাব থেকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে মুক্ত করতে হবে। কারণ কাম এদের মাধ্যমেই মানুষের বিবেকবোধকে বিনষ্ট করে। তাঁদের পাপকর্মে প্রবৃত্ত করে এবং জীবাত্মার জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে মোহময় সংসাররূপ কারাগারে অবরুদ্ধ করে। এর ফলে পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ প্রকৃত সম্পদ থেকে মানুষ চিরদিন বঞ্চিত থাকে।

Scanned with CamScanner

জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি।

● **প্রতিশব্দার্থ :** ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়সমূহঃ = ইন্দ্রিয়গুলি, **মনঃ** = অন্তরেন্দ্রিয়ম্ = মন, **বুদ্ধিঃ** = বুদ্ধিঃ = বুদ্ধি, **অস্য** = অস্য কামস্য = এই কামের, **অধিষ্ঠানম্** = আধারভূমিঃ = আধারভূমি, **উচ্যতে** = কথ্যতে = কথিত হয়, **এষঃ** = এষঃ কামঃ = এই কাম, **এতৈঃ** = মনঃ-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ৈঃ এব = মন-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা, **জ্ঞানম্** = পরমাত্মজ্ঞানম্ = জ্ঞানকে, **আবৃত্য** = আচ্ছাদ্য = আচ্ছাদিত করে, **দেহিনম্** = জীবাত্মানম্ = জীবাত্মাকে, **বিমোহয়তি** = বিমুগ্ধং করোতি, বিষয়াসক্তং করোতি = বিমোহিত করে, বিষয়াসক্ত করে।

● **বঙ্গানুবাদ :** ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং বুদ্ধি— এদেরকে কামের আধারভূমি বলা হয়। কাম এই মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে, জীবাত্মাকে বিমোহিত করে, বিষয়ে আসক্ত করে।

◆ **টীকা (গূঢ়ার্থদীপিকা):** ज्ञाते हि शत्रोरधिष्ठाने सुखेन स जेतुं शक्यत इति तदधिष्ठानमाह इन्द्रियानीति। इन्द्रियाणि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धग्राहकानि श्रोत्रादीनि वचनादानगमनविसर्गानन्दजनकानि वागादीनि च। मनः सङ्कल्पात्मकं बुद्धिरध्यवसायात्मिका च। अस्य कामस्याधिष्ठानमाश्रय उच्यते। यतः एतैरिन्द्रियादिभिः स्वस्वव्यापारवद्भिराश्रयैर्विमोहयति विविधं मोहयति एष कामो ज्ञानं विवेकज्ञानमावृत्याच्छाद्य देहिनं देहाभिमानिनम्।

।৪০।।

◈ **পর্যালোচনা :** পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়ে এক মহত্তর কর্ম সম্পাদন করাবেন— অধার্মিক মূলোচ্ছেদ করে ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই কর্মে তো অর্জুন শ্রীভগবানের একমাত্র অবলম্বন- 'নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচিন্'। ভগবানের উদ্দিষ্ট কর্ম নিষ্কামযোগসাধ্য। তাই অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগে তিনি দীক্ষিত করবেন। এই কর্মযোগে দীক্ষিত করার পূর্বে বিবেক-বৈরাগ্য ও নিষ্কামভাবের পরিপন্থী এবং জ্ঞানের চিরশত্রু কামকে ভাল করে চিনে নিতে হবে। তাই শ্রীভগবান্ কামের উৎপত্তি, স্বভাব প্রকৃতি ও কর্ম ব্যাখ্যা করে, এক্ষণে কামের অধিষ্ঠান বিষয়ে অর্জুনকে অবহিত করাচ্ছেন।

Scanned with CamScanner

[illegible] বর্ণনা করে, [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ কর্মযোগ[illegible]

সংস্কৃত ব্যাখ্যা : [illegible] মনুষ্যাঃ কথং পাপকার্যেষু লিপ্তাঃ [illegible] [illegible] শ্লোকঃ উক্তঃ।

[illegible] প্রভবতি। ক্রোধস্তু কামস্য [illegible] অথ মনুষ্যাণাং সর্বেষাম্ অপকর্মণ্য [illegible] 'কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে'। [illegible] রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজোগুণঃ রাগাত্মকঃ। মূলীভূতং কারণং কামঃ এব। সঃ চ কামঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। [illegible] প্রভাবকিমত্রো শ্রীকৃষ্ণেন প্রযুক্তঃ—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি, তৃষ্ণা সঙ্গমসমুদ্ভবম্।

তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।

রাগাত্মকেন রজোগুণেন মনুষ্যঃ কর্মণা কর্মফলেন চ বদ্ধঃ ভবতি।

কামঃ মহাশনঃ—ভোগৈঃ সদৈব অতৃপ্তঃ। ভোগেন কামঃ কদাপি তৃপ্তঃ ন ভবতি। উক্তঞ্চ স্মৃতিশাস্ত্রে-'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি'। কামশ্চ পুনঃ মহাপাপী। পাপাত্মকঃ কামঃ মনুষ্যান্ পাপকর্মসু নিয়োজয়তি। অথ কামঃ মনুষ্যাণাং চিরশত্রুঃ। —অর্জুনঃ সর্ববিঘ্নকারকং কামম্ এবং জানীয়াৎ ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য উপদেশঃ।

●**मूल :** धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च।
यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्।।३८।।

●**মূল :** ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।৩৮।।

⊙**সন্ধিবিহীনপাঠঃ :** ধূমেন আব্রিয়তে বহ্নিঃ যথা আদর্শঃ মলেন চ।
যথা উল্বেন আবৃতঃ গর্ভঃ তথা তেন ইদম্ আবৃতম্।।৩৮।।

⊙**বিসন্ধি :** ধূমেন + আব্রিয়তে, বহ্নিঃ + যথা + আদর্শঃ, যথা + উল্বেন + আবৃতঃ, গর্ভ + তথা, তেন + ইদম্ + আবৃতম্।

অন্বয় : যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে, যথা আদর্শঃ মলেন, যথা গর্ভঃ উল্বেন, তথা তেন ইদম্(আত্মজ্ঞানম্) আবৃতম্।

প্রতিশব্দার্থ : বহ্নিঃ = অগ্নিঃ = অগ্নি, যথা = যদ্রূপম্ = যেমন, ধূমেন = ধূমেণ = ধূম দ্বারা, চ = তথা = এবং, আদর্শঃ = দর্পণঃ = দর্পণ, মলেন = রজসা = ধূলিদ্বারা, আব্রিয়তে = আবৃতঃ ভবতি = আবৃত হয়, গর্ভঃ = গর্ভদেশঃ = গর্ভ,

Scanned with CamScanner

[illegible]

प्रधानदर्शनविज्ञानात्मनि श्रितान्।। अविद्योद्भूतकामः सन्नथो खल्विति च श्रुतेः। अकामतः क्रियाःकाश्चिद्दृश्यन्ते नेह कस्यचित्। यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्।। काम एष क्रोध एष इत्यादिवचनं स्मृतेः। प्रवर्तको नापरोऽतः कामादन्यः प्रतीयते" इति। अकामतः इति मनुवचनम्। अन्यतस्पष्टम्।।৩৭।।

পর্যালোচনা : সব জেনেশুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ কেন পাপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, অর্জুনের এই জিজ্ঞাসার উত্তর শ্রীভগবান্ দিয়েছেন এই শ্লোকে।

এই অধ্যায়েই অন্যত্র শ্রীভগবান্ বলেছেন ইন্দ্রিয়ের বিষয় যে রাগ ও দ্বেষ-তা মানুষকে বলপূর্বক লুণ্ঠন করে পতনের দিকে নিয়ে যায়—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।। (গীতা, ৩।৩৪)।

—ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ স্বাভাবিকভাবে আছে। ঐ দুটির বশবর্তী হবে না। কারণ রাগ ও দ্বেষ কল্যাণের পথে অন্তরায় মুক্তিকামী মানুষের ভয়ঙ্কর শত্রু।

এই রাগ ও দ্বেষের স্থূলরূপ কাম ও ক্রোধ। কাম ও ক্রোধের মধ্যে আবার কামই প্রধান। কারণ ক্রোধ কামেরই পরিণতি। কামের উৎপত্তি 'রাগ' (আসক্তি) থেকে, এই রাগ আবার রজোগুণযুক্ত— 'রজোগুণসমুদ্ভবঃ'। কাম থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি। এই কামকে বিনাশ করতে পারলে, ক্রোধ স্বাভাবিক নিয়মেই বিনষ্ট হবে। রজোগুণ রাগাত্মক, আর কাম রাগাত্মক রজোগুণেরই পরিণতি—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।।

হে অর্জুন! রাগরূপ রজোগুণকে কামনা এবং আসক্তি হতে উৎপন্ন বলে জানবে, ঐ রজোগুণ এই জীবাত্মাকে কর্ম ও তার ফলের আসক্তির দ্বারা বন্ধন করে।

এই কাম মহাভোগী, ভোগে কামনার কখনো তৃপ্তি আসেনা— 'ন হি কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি'। ভোগ কামনা উত্তরোত্তর বাড়াতে থাকে। কাম মহাপাপী—ইহা সকল অনর্থের মূল। মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাম পাপকর্মে লিপ্ত করায়।

Scanned with CamScanner

◆ टीका (गूढार्थदीपिका): एवमर्जुनेन पृष्टे "अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुषः" इति। आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वीय" इत्यादिश्रुतिसिद्धमुत्तरं श्रीभगवानुवाच काम इति। यस्त्वया पृष्टो हेतुर्बलादनर्थमार्गे प्रवर्तकः स एष काम एव महान् शत्रुः यन्निमित्ता सर्वानर्थप्राप्तिः प्राणिनाम्। ननु क्रोधोऽप्यभिचारादौ प्रवर्तको दृष्ट इत्यत आह–क्रोध एषः काम एव केनचिद्धेतुना प्रतिहतः क्रोधत्वेन परिणमतेऽतः क्रोधोप्येष काम एव। एतस्मिन्नेव महावैरिणि निवारिते सर्वपुरुषार्थप्राप्तिरित्यर्थः। तन्निवारणोपायज्ञानाय तत्कारणमाह—रजोगुणसमुद्भवः। दुःखप्रवृत्तिबलात्मको रजोगुण एव समुद्भवः कारणं यस्य, अतः कारणानुविधायित्वात् कार्यस्य सोपि तथा। यद्यपि तमोगुणोपि तस्य कारणं तथापि दुःखे प्रवृत्तौ च रजस एव प्राधान्यात्तस्यैव निर्देशः। एतेन सात्त्विक्या वृत्त्या रजसि क्षीणे सोऽपि क्षीयत इत्युक्तम्। अथवा तस्य कथमनर्थमार्गे प्रवर्तकत्वमित्यत आह—रजोगुणस्य प्रवृत्त्यादिलक्षणस्य समुद्भवो यस्मात्, कामो हि विषयाभिलाषात्मकः स्वयमुद्भूतो रजः प्रवर्तयन्पुरुषं दुःखात्मके कर्मणि प्रवर्तयति। तेनायमवश्यं हन्तव्य इत्यभिप्रायः। ननु सामदानभेददण्डाश्चत्वार उपायास्तत्र प्रथमत्रिकस्यासंभवे चतुर्थो दण्डः प्रयोक्तव्यो न तु हठादेवेत्याशङ्क्य त्रयाणामसंभवं वक्तुं विशिनष्टि—महाशनो महापाप्मेति। महदशनमस्येति महाशनः यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः। नालमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शमं व्रजेत' इति स्मृतेः। अतो न दानेन सन्धातुं शक्यो नापि सामभेदाभ्यां यतो महापाप्माऽत्युग्रस्तेन हि बलात्प्रेरितोऽनिष्टफलमपि जानन् पापं करोति। अतो विद्धि जानीहि एनं काममिह संसारे वैरिणम्। तदेतत्सर्वं विवृतं वार्तिककारैः "आत्मैवेदमग्र आसीत"। इति श्रुतिव्याख्याने — 'प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च यथोक्तस्याधिकारिणः। स्वातन्त्र्ये सति संसारसृतौ कस्मात् प्रवर्तते।। ननु निःशेषविध्वस्तसंसारानर्थवर्त्मनि। निवृत्तिलक्षणे वाच्यं केनायं प्रेर्यतेऽवशः। अनर्थपरिपाकत्वमपि जानन्प्रवर्तते। पारतन्त्र्यमृते दृष्टा

[illegible] পতনের কারণটি চিহ্নিত করে তিনি বলেছিলেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।। (গীতা, ২।৬২, ৬৩)

— বিষয় সমূহের চিন্তা করতে করতে জীবের ইহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হতে কামনা এবং কামনা হতে ক্রোধের উৎপত্তি। ক্রোধ হতে সম্মোহ জন্মায়, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশে হতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ।

श्रीभगवानुवाच

● **मूल** : काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्।।३७।।

● **মূল** : কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।৩৭।।

⊙ **সন্ধিবিহীনপাঠ** : কামঃ এষঃ ক্রোধঃ এষঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনঃ মহাপাপ্মা বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিণম্।।৩৭।।

⊙ **বিসন্ধি** : বিদ্ধি + এনম্ + ইহ।

○ **অন্বয়** : শ্রীভগবান্ উবাচ—রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ ইহ এনং বৈরিণং বিদ্ধি।

● **প্রতিশব্দার্থ** : রজোগুণসমুদ্ভবঃ = রজোগুণাৎ সমুৎপন্নঃ = রজোগুণ থেকে সমুৎপন্ন, এষঃ = অয়মেব = এই, কামঃ = কামঃ ষড়্রিপুপ্রধানঃ = (ষড়্রিপুপ্রধান) কামই, ক্রোধঃ = ক্রোধনামকঃ রিপুঃ ভবতি = ক্রোধনামক রিপু, এষঃ = আর কাম — এই কাম, মহাশনঃ = সদা অতৃপ্তঃ মহাভোজী = সর্বদা অতৃপ্ত মহাভোজী, মহাপাপ্মা = মহাপাপী = মহাপাপী, এনম্ = এনম্ কামম্ = এই কামকে, ইহ = অস্মিন্ বিষয়ে = এই বিষয়ে [illegible], বৈরিণম্ = শত্রুরূপেণ = শত্রুরূপে, বিদ্ধি = জানীহি = জানবে।

● **বঙ্গানুবাদ** : রজোগুণ থেকে সমুৎপন্ন (ষড়্রিপু প্রধান) এই কামই ক্রোধ নামক রিপু। এই কাম সদা অতৃপ্ত মহাভোজী এবং মহাপাপী। এটি [illegible] [illegible] মানুষের পাপ কর্মে লিপ্ত [illegible] (অর্জুন) জানবে।

...ভগবান্ পুনঃ পুনঃ আবির্ভবতি। ফলতঃ তস্যাপি জন্মান্তরা ভবন্তি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বজ্ঞঃ। সর্বজ্ঞত্বেন জন্মান্তরেঽপি ভগবতঃ স্মৃতিঃ জাগ্রতা তিষ্ঠতি। কল্পান্তরে সূর্যায় ক্রিয়াপরমাত্মনে কর্মযোগ শিক্ষাপ্রদানবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্মৃতৌ বিদ্যমানঃ। এবং সর্বং স্মৃতয়া কর্তুং ঈশ্বরে সমর্থত্বেন বর্ততে ইতি ভাবঃ।

● मूल : अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया।।६।।

● মূল : অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।৬।।

⊙ **সন্ধিবিহীনপাঠঃ** : অজঃ অপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্।
প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।।৬।।

⊙ **বিসন্ধি** : অজঃ + অপি, সন্ + অব্যয় + আত্মা, ভূতানাম্ + ঈশ্বরঃ + অপি, স্বাম্ + অধিষ্ঠায়, সম্ভবামি + আত্মমায়য়া।

● **অন্বয়** : (অহং) অজঃ সন্ অপি অব্যয় আত্মা, ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি।

● **প্রতিশব্দার্থ** : **অজঃ** = জন্মরহিতঃ = জন্মরহিত, **অব্যয়াত্মা** = অবিনাশী আত্মা = অবিনাশী আত্মা, **সন্ অপি** = ভূত্বা অপি = হয়েও, **ভূতানাম্** = সর্বেষাং প্রাণিনাম্ = সকল প্রাণীবর্গের, **ঈশ্বরঃ** = অধিপতিঃ = অধিপতি, **সন্ অপি** = ভূত্বা অপি = হয়েও, **প্রকৃতিম্** = জগৎকারণভূতাম্ = জগৎকারণ প্রকৃতিকে, **অধিষ্ঠায়** = বশীভূতাং কৃত্বা = বশীভূত করে, **স্বাম্** = নিজাম্ = নিজ, **আত্মমায়য়া** = আত্মনঃ ঐশীশক্ত্যা = নিজের ঐশী শক্তি দ্বারা, **সম্ভবামি** = আবির্ভবামি = আবির্ভূত হই।

● **বঙ্গানুবাদ** : জন্মরহিত ও অবিনাশী পরমাত্মা হয়েও, সকল প্রাণীবর্গের অধিপতি হয়েও, জগৎকারণ প্রকৃতিকে বশীভূত করে আমি আমার ঐশী শক্তিকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হই।

♦ टीका (गूढार्थदीपिका): नन्वतीतानेकजन्मवत्त्वमात्मनः स्मरसि चेत्तर्हि जातिस्मरो जीवस्त्वं, परजन्मज्ञानमपि योगिनः सार्वात्म्याभिमानेन

Scanned with CamScanner

শ্রীভগবান্ পুনঃ পুনঃ আবির্ভবতি। ফলতঃ তস্যাপি জন্মান্তরাণি ভবন্তি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বজ্ঞঃ। সর্বজ্ঞত্বেন জন্মান্তরেঽপি তস্য তাঃ স্মৃতিঃ জাগ্রতা তিষ্ঠতি। কল্পারম্ভে সূর্যায় ত্রিকালজ্ঞরূপেণ কর্মযোগ শিক্ষাদানবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্মৃতৌ বিদ্যমানঃ। এবং সর্বং স্মৃতস্য সর্বজ্ঞে ঈশ্বরে সমভাবেন বর্ততে ইতি ভাবঃ।

● **मूल :** अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। ।६।।

● **মূল :** অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। ।৬।।

⊙ **সন্ধিবিহীনপাঠঃ :** অজঃ অপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্।
প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া। ।৬।।

⊙ **বিসন্ধি :** অজঃ + অপি, সন্ + অব্যয় + আত্মা, ভূতানাম্ + ঈশ্বরঃ + অপি, স্বাম্ + অধিষ্ঠায়, সম্ভবামি + আত্মমায়য়া।

● **অন্বয় :** (অহং) অজঃ সন্ অপি অব্যয় আত্মা, ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি।

● **প্রতিশব্দার্থ :** **অজঃ** = জন্মরহিতঃ = জন্মরহিত, **অব্যয়াত্মা** = অবিনাশী আত্মা = অবিনাশী আত্মা, **সন্ অপি** = ভূত্বা অপি = হয়েও, **ভূতানাম্** = সর্বেষাং প্রাণিনাম্ = সকল প্রাণীবর্গের, **ঈশ্বরঃ** = অধিপতিঃ = অধিপতি, **সন্ অপি** = ভূত্বা অপি = হয়েও, **প্রকৃতিন্** = জগৎকারণভূতাম্ = জগৎকারণ প্রকৃতিকে, **অধিষ্ঠায়** = বশীভূতাং কৃত্বা = বশীভূত করে, **স্বাম্** = নিজাম্ = নিজ, **আত্মমায়য়া** = আত্মনঃ ঐশীশক্ত্যা = নিজের ঐশী শক্তি দ্বারা, **সম্ভবামি** = আবির্ভবামি = আবির্ভূত হই।

● **বঙ্গানুবাদ :** জন্মরহিত ও অবিনাশী পরমাত্মা হয়েও, সকল প্রাণীবর্গের অধিপতি হয়েও, জগৎকারণ প্রকৃতিকে বশীভূত করে আমি আমার ঐশী শক্তিকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হই।

◆ **टीका (गूढार्थदीपिका):** नन्वतीतानेकजन्मवत्त्वमात्मनः स्मरसि चेत्तर्हि जातिस्मरो जीवस्त्वं, परजन्मज्ञानमपि योगिनः सार्वात्म्याभिमानेन

Scanned with CamScanner

শ্রীভগবান্ পুনঃ পুনঃ আবির্ভবতি। ফলতঃ তস্যাপি জন্মান্তরং ভবতি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বজ্ঞঃ। সর্বজ্ঞত্বেন জন্মান্তরেঽপি ভগবতঃ স্মৃতিঃ অযথা তিষ্ঠতি। কল্পান্তরে সূর্যায় উপদেশরূপেণ কর্মযোগ শিক্ষাদানবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্মৃতৌ বিদ্যমানঃ। এবং সর্বদা স্মৃতয়ঃ সর্বত্র ঈশ্বরে সমভাবেন বর্তন্তে ইতি ভাবঃ।

● **মূল :** अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ।।६।।

● **মূল :** অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।।৬।।

⊙ **সন্ধিবিহীনপাঠঃ :** অজঃ অপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্।
প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া ।।৬।।

⊙ **বিসন্ধি :** অজঃ + অপি, সন্ + অব্যয় + আত্মা, ভূতানাম্ + ঈশ্বরঃ + অপি, স্বাম্ + অধিষ্ঠায়, সম্ভবামি + আত্মমায়য়া।

○ **অন্বয় :** (অহং) অজঃ সন্ অপি অব্যয় আত্মা, ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি।

● **প্রতিশব্দার্থ :** **অজঃ** = জন্মরহিতঃ = জন্মরহিত, **অব্যয়াত্মা** = অবিনাশী আত্মা = অবিনাশী আত্মা, **সন্ অপি** = ভূত্বা অপি = হয়েও, **ভূতানাম্** = সর্বেষাং প্রাণিনাম্ = সকল প্রাণীবর্গের, **ঈশ্বরঃ** = অধিপতিঃ = অধিপতি, **সন্ অপি** = ভূত্বা অপি = হয়েও, **প্রকৃতিম্** = জগৎকারণভূতাম্ = জগৎকারণ প্রকৃতিকে, **অধিষ্ঠায়** = বশীভূতাং কৃত্বা = বশীভূত করে, **স্বাম্** = নিজাম্ = নিজ, **আত্মমায়য়া** = আত্মনঃ ঐশীশক্ত্যা = নিজের ঐশী শক্তি দ্বারা, **সম্ভবামি** = আবির্ভবামি = আবির্ভূত হই।

● **বঙ্গানুবাদ :** জন্মরহিত ও অবিনাশী পরমাত্মা হয়েও, সকল প্রাণীদের অধিপতি হয়েও, জগৎকারণ প্রকৃতিকে বশীভূত করে আমি আমার ঐশী শক্তিকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হই।

◆ **টীকা (গূঢ়ার্থদীপিকা):** नन्वतीतानेकजन्मवत्त्वमात्मनः स्मरसि चेत्तर्हि

...উপরই নির্ভর আছে এই জগৎ। কর্মহীন হলেই প্রকৃতির নিয়মে জীবকে জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়। অতি দানবীয় ডাইনোসর প্রজাতি কর্মহীনতার কারণে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত। অন্যদিকে অতি ক্ষুদ্রাকার এককোষী প্রাণী 'অ্যামিবা' আজও প্রাণীর কর্মনিপুণতার কারণে অস্তিত্বশীল। 'ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র পরমাণু'— সকলেই কর্মক্রিয়। মহাশূন্যে গ্রহ-নক্ষত্র পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণরূপ কর্মনিয়মের কারণে নিজ নিজ কক্ষপথে স্থির ও অটল।

ভগবানের নির্দেশ 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ'— বাঁচতে গেলে কর্ম করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই জগতেও মানুষের কেবল কর্মেরই হিসেব থাকে, জীবনের নয়— 'জীবনের মূল্য আয়ুতে নহে, কল্যাণ পূত কর্মে'। ইংরেজিতেও বলা হয়, 'Man lives in deeds, not in years'। লাঙল কে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর নাম আমাদের অজানা। লাঙলের গায়ে কোথাও আবিষ্কর্তার নাম নেই। কিন্তু অবিস্মৃত লাঙলের সুফল জগৎ ভোগ করেই চলেছে। লাঙলে কর্ষিত হয়েই পৃথিবী 'শস্যশ্যামলা'। পৃথিবী আমাদের প্রাণময়ী।

তাই কর্ম অনিবার্য, আবশ্যক। কিন্তু এই কর্ম কোন কর্ম? উত্তর নিষ্কাম কর্ম। কি এই নিষ্কাম কর্ম? উত্তর— 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'— নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণে যে কর্ম সাধিত হয়, তাই নিষ্কাম কর্ম। এই নিষ্কাম কর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।

—কর্মসমূহের উৎপত্তি বেদ থেকে, আর বেদ অবিনাশী পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন। হে অর্জুন তুমি জানবে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সর্বব্যাপী পরমাত্মা সদা যজ্ঞে (কর্মে) প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ তথা জ্ঞান যোগ ও তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ ব্যাখ্যাত হয়েছে। আর চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে জ্ঞান যোগ। এর তাৎপর্য— কর্ম জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হবে। কারণ জ্ঞান ও কর্ম জীবনরথের দুটি চক্র। এক...

[illegible]

◆ টীকা (গূঢ়ার্থদীপিকা): যদ্যপি পূর্বমুপেয়ত্বেন জ্ঞানযোগস্তদুপায়ত্বেন চ কর্মযোগ ইতি দ্বৌ যোগৌ কথিতৌ। তথাপ্যেকং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতীত্যনয়া দিশা সাধ্যসাধনয়োঃ ফলৈক্যাদৈক্যমুপপচ্য সাধনভূতং কর্মযোগং সাধ্যভূতং চ জ্ঞানযোগমনেকবিধগুণবিধানায় স্তৌতি বংশকথনেন ভগবান্ -ইমমিতি। ইমমধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং কর্মনিষ্ঠোপায়লভ্যং বিবস্বতে সর্বক্ষত্রিয়বংশবীজভূতায়াদিত্যায় প্রোক্তবান্ প্রকর্ষেণ সর্বসংদেহোচ্ছেদাদিরূপেণোক্তবানহং ভগবান্ বাসুদেবঃ সর্বজগত্পরিপালকঃ সর্গাদিকালে রাজ্ঞাং বলাধানেন তদধীনং সর্বজগত্পালয়িতুম্। কথমনেন বলাধানমিতি বিশেষণেন দর্শয়তি–অব্যয়ম্ অব্যয়বেদমূলত্বাদব্যয়মোক্ষফলত্বাচ্চ ন ব্যেতি স্বফলাদিত্যব্যয়মব্যভিচারিফলং তথাচৈতাদৃশেন বলাধানং শক্যমিতি ভাবঃ। স চ মম শিষ্যো বিবস্বান্ মনবে বৈবস্বতায় স্বপুত্রায় প্রাহ। স চ মনুরিক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায়াদিরাজায়াব্রবীত্। যদ্যপি প্রতিমন্বন্তরং স্বায়ংভুবমন্বাদিসাধারণোয়ং ভগবদুপদেশস্তথাপি সাংপ্রতিকবৈবস্বতমন্বন্তরাভিপ্রায়েণাদিত্যমারভ্য সংপ্রদায়ো গণিতঃ ॥১॥

◈ **পর্যালোচনা :** সপ্তশতী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে রচিত। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে পাণ্ডবসেনাপতি অর্জুন যখন আত্মীয়বধজনিত পাপ কল্পনা করে, হতোদ্যম হয়ে, গাণ্ডীব পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করবেন না বলে স্থির করেন, তখন তাঁকে অবসাদ থেকে উজ্জীবিত করে যুদ্ধার্থে পুনঃ প্রবর্তিত করার লক্ষ্যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে পরিচিত। 'শ্রী' শব্দ কল্যাণ বাচক। ইহার সাথে অস্ত্যর্থে মতুপ্ প্রত্যয়ে 'শ্রীমৎ' অর্থাৎ কল্যাণযুক্ত। 'ভগবদ্' ভগবতী কথা কিংবা ভগবানের উপদেশ। 'গীতা' গৈ ধাতু নিষ্পন্ন— যা গীত হয়েছিল। গীতা উপনিষদ সারভূতা। উপনিষদ স্ত্রীলিঙ্গাত্মক শব্দ। তাই গীত + স্ত্রিয়াম্ টাপ্ প্রত্যয়ে গীতা শব্দ নিষ্পন্ন। [illegible]

... মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীত্।।१।।

।। শ্রীভগবানুবাচ।।

● **মূল** : ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।১।।

⊙ **সন্ধিবিহীনপাঠ** : ইমম্ বিবস্বতে যোগম্ প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।।১।।

⊙ **বিসন্ধি** : প্রোক্তবান্ + অহম্ + অব্যয়ম্, মনুঃ + ইক্ষ্বাকবে + অব্রবীৎ।

○ **অন্বয়** : শ্রীভগবান্ উবাচ—অহম্ ইমম্ অব্যয়ং যোগং বিবস্বতে প্রোক্তবান্, বিবস্বান্ মনবে প্রাহ; মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।

● **প্রতিশব্দার্থ** : শ্রীভগবান্ = পরমপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ = পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, উবাচ = অবদৎ = বললেন, **অহম্** = শ্রীভগবান্ স্বয়ম্ = আমি শ্রীভগবান্, **ইমম্** = ইমম্ যোগম্ = এই, অব্যয়ম্ = অবিনাশী = অবিনাশী, যোগম্ = কর্মযোগম্ = কর্মযোগের কথা, বিবস্বতে = সূর্যায় = সূর্যকে, **প্রোক্তবান্** = প্রকৃষ্টরূপেণ উক্তবান্ = সম্যক্‌ভাবে বলেছিলাম, **বিবস্বান্** = সূর্যঃ = সূর্য, **মনবে** = স্বপুত্রায় মনবে = নিজপুত্র বৈবস্বত মনুকে, প্রাহ = প্রকৃষ্টরূপেণ আহ = যথাযথভাবে বলেছিলেন, **মনুঃ** = বৈবস্বতঃ মনুঃ = বৈবস্বত মনু, **ইক্ষ্বাকবে** = স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবে = নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুকে, **অব্রবীৎ** = ব্যাখ্যাং কৃতবান্ = ব্যাখ্যা করেছিলেন।

● **বঙ্গানুবাদ** : শ্রী ভগবান বললেন—আমি (শ্রীভগবান্ স্বয়ম্) এই অবিনাশী জ্ঞান যোগের কথা বিবস্বান্ সূর্যকে সম্যক্‌রূপে বলেছিলাম, সূর্য নিজপুত্র বৈবস্বত মনুকে এই

Scanned with CamScanner

—এই জন্য অনাসক্ত হয়ে সদা কর্তব্যকর্ম সুসম্পন্ন কর। কেননা আসক্তি শূন্য কর্মপরায়ণ ব্যক্তি পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার প্রতিটি অধ্যায় 'যোগ' নামে অভিহিত— যুজ্যতে অনেন ইতি যুজ্ + ঘঞ্ = যোগ। যোগ শব্দ। যে পন্থায় বিশিষ্ট জীব পরম শিবপদে, জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে যুক্ত হয়, তাই যোগ।

চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রী ভগবান বলেছেন যে, তিনি সূর্যকে এই কর্মযোগ প্রথম ব্যাখ্যা করেছেন। সূর্যকে কেন তিনি প্রথম ব্যাখ্যা করলেন? উত্তর হলো— বিশ্ব অনন্ত। আমাদের পরিদৃশ্যমান সূর্য, বিবস্বান সূর্য। এরকম সূর্য আরও অনেক আছে বা থাকতে পারে। কিন্তু পরিদৃশ্যমান জীবমণ্ডলের সূর্যই প্রধান। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে— 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'। সূর্যকে কেন্দ্র করেই এই জীবজগৎ আবর্তিত হয়। ফলে সূর্যই এই সৌরমণ্ডলের প্রধান। তাই শ্রীভগবান্ সূর্যকেই প্রথম কর্মযোগ ব্যাখ্যা করেন।

সূর্যের পর বৈবস্বত মনু ও মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর উল্লেখ গীতায় করা হয়েছে। এর কারণ কি? বৈবস্বত মনু মানব প্রজাতির পুরোধা ব্যক্তি। তিনি কর্মযোগী। বর্তমান মানব সমাজ মনুর কর্মেরই ফলশ্রুতি। এই কর্মযোগীর দৃষ্টান্ত হিসেবেই মনু ও ইক্ষ্বাকুর নাম উল্লিখিত হয়েছে। কারণ কর্মের দ্বারাই লোক সংগ্রহ হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টতই কর্মযোগী ও তাঁদের লোকসংগ্রহ ক্ষমতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন—

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।।

জনক প্রভৃতি জ্ঞানীগণ আসক্তিরহিত কর্মের দ্বারাই পরম প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সে জন্য লোক সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মের জন্য যোগ্যতা অর্জন কর অর্থাৎ তোমার ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে বিশ্বকল্যাণ সাধনে কর্ম করা উচিত।

●मूल : एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप।।२।।

●মূল : এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।২।।

Scanned with CamScanner

◉ **বিসন্ধি** : পরম্পরাপ্রাপ্তম্ + ইমম্, কালেন + ইহ।

◉ **অন্বয়** : এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ। পরন্তপ! ইহ সঃ যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ।

◉ **প্রতিশব্দার্থ** : পরন্তপ = হে পরন্তপ (পরান্ শত্রূন্ তাপয়তি দময়তি যঃ সঃ পরন্তপঃ) হে পরন্তপ অর্জুন, এবম্ = অনেন = এভাবে, পরম্পরাপ্রাপ্তম্ = শ্রীভগবতঃ সূর্যঃ, সূর্যাৎ মনুঃ, মনোঃ ইক্ষ্বাকুঃ— ইমম্ পরম্পরাগতম্ = শ্রীভগবান্ থেকে সূর্য, সূর্য থেকে মনু, মনু থেকে ইক্ষ্বাকু— এই পরম্পরায় প্রাপ্ত, ইমম্ = কর্মযোগম্ = এই কর্মযোগ, রাজর্ষয়ঃ = পরবর্তিনঃ নিমিপ্রভৃতয়ঃ রাজর্ষয়ঃ = পরবর্তিকালে নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ, বিদুঃ = জ্ঞাতবন্তঃ = জেনেছেন। ইহ = ইহলোকে = এই পৃথিবীতে, সঃ যোগঃ = ময়োক্তঃ সঃ যোগঃ = সেই যোগ, মহতা কালেন = বহুকালব্যবধানাৎ = বহুকালের ব্যবধানে, নষ্টঃ = লুপ্তপ্রায়ঃ অভবৎ = প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

◉ **বঙ্গানুবাদ** : হে পরন্তপ অর্জুন। এই পরম্পরাতে (শ্রীভগবান্ থেকে সূর্য, সূর্য— থেকে বৈবস্বত মনু, মনু থেকে ইক্ষ্বাকু) প্রাপ্ত এই যোগ পরবর্তী নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ জেনেছেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে পরে এই যোগ বহুকালের ব্যবধানে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

◆ **टीका (गूढार्थदीपिका)**: एवमादित्यमारभ्य गुरुशिष्यपरंपरया प्राप्तमिमं योगं राजानश्च ते ऋषयश्चेति राजर्षयः प्रभुत्वे सति सूक्ष्मार्थनिरीक्षणक्षमा निमिप्रमुखाः स्वपित्रादिप्रोक्तं विदुस्तस्मादनादिवेदमूलत्वेनानन्तफलत्वेनानादिगुरुशिष्यपरम्पराप्राप्तत्वेन च कृत्रिमत्वशङ्कानास्पदत्वान्महाप्रभावोऽयं योग इति श्रद्धातिशयाय स्तुयते। स एवं महाप्रयोजनोऽपि योगः कालेन महता दीर्घेण धर्मह्रासकरेण इह इदानीमावयोर्व्यवहारकाले द्वापरान्ते दुर्बलानजितेन्द्रियाननधिकारिणः प्राप्य कामक्रोधादिभिरभिभूयमानो नष्टो विच्छिन्नसंप्रदायो जातः तं विना पुरुषार्थाप्राप्तेः अहो दौर्भाग्यं लोकस्येति शोचति भगवान्। हे परन्तप परं कामक्रोधादिरूपं शत्रुगणं शौर्येण बलवता विवेकेन तपसा च भानुरिव तापयतीति परन्तपः शत्रुतापनो जितेन्द्रिय इत्यर्थः। उर्वश्युपेक्षणाद्यद्भुतकर्मदर्शनात्। तस्मात् त्वं जितेन्द्रियत्वादत्राधिकारीति सूचयति।।२।।

◈ **পর্যালোচনা** : কর্মযোগের আচরণ মূলতঃ রাজর্ষিগণই করতেন। যে কোন রাজা নয়, কেবল রাজর্ষিগণ। রাজা এবং ঋষি = রাজর্ষি। যিনি যুগপৎ রাজা অর্থাৎ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু আবার ঋষি অর্থাৎ বেদমন্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ। যেমন বৈবস্বত মনু, রাজর্ষি জনক প্রমুখ। এঁদের মতো রাজর্ষিগণ আত্মজ্ঞানের অধিকারী। রাজর্ষি ব্যতীত অন্যদের কর্মজ্ঞানের

[illegible] না করায় বলা হয়েছে কর্মযোগের পরম্পরা মূলতঃ রাজর্ষিগণই বহন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট কর্মযোগের পরম্পরা বহনকারী রাজর্ষিদের কথা বলার কারণ হলো, অর্জুন নিজেও ক্ষত্রিয়, রাজর্ষি বংশজাত। কর্মযোগের [illegible] পরম্পরা পূর্বে জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ বহন করেছিলেন, সেই পরম্পরা অর্জুনকেই বহন করতে হবে। ইহা সময়ের আহ্বান। কারণ কর্মযোগের পরম্পরা এখন প্রায় লুপ্ত। সুতরাং এই পরম্পরাকে আবার জগতের কল্যাণে উজ্জীবিত করতে হবে আর অর্জুনই হবেন এই পরম্পরার যোদ্ধা।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবান্ এই কর্মযোগকে অবিনাশী বলে এখানে লুপ্তপ্রায় বললেন কেন? যা অবিনাশী তা লুপ্ত হয় কি করে? শ্রীভগবানের এ কথার তাৎপর্য হলো, কোন অবস্থাই চির স্থির নয়, পরিবর্তনশীলতাই জগতের রীতি। পূর্বে রাজর্ষিগণ কর্মযোগের পরম্পরা বহন করে চলছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ ভোগাসক্তির প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় অধিকারী কর্মযোগীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। এভাবেই কর্মযোগ লুপ্তপ্রায় হতে থাকে। কিন্তু যোগ প্রকৃতই অবিনাশী, সমাজে অবক্ষয় যখন চরমে পৌঁছায়, সৃষ্টি রক্ষার জন্য শ্রীভগবান্ তখন আবার প্রকটিত হন। এক্ষণেও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সাথে সাথে অর্জুনকে আশ্রয় করে কর্মযোগের পুনরাবির্ভাব হতে চলেছে।

● **মূলং :** स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्।।३।।

● **মূল :** স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।৩।।

⊙ **সন্ধিবিশ্লিষ্টপাঠ :** স এব অয়ম্ ময়া তে অদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তঃ অসি মে সখা চ ইতি রহস্যম্ হি এতৎ উত্তমম্।।৩।।

⊙ **বিসন্ধি :** এব + অয়ম্, তে + অদ্য, ভক্তঃ + অসি, হি + এতৎ + উত্তমম্।

অন্বয় : (ত্বং) মে ভক্তঃ সখা চ অসি, ইতি অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ তে এব অদ্য ময়া প্রোক্তঃ, হি এতৎ উত্তমং রহস্যম্।

● **প্রতিশব্দার্থ :** মে = মম = আমার, ভক্তঃ = অনুগতঃ ভক্তঃ = অনুগত ভক্ত, চ = তথা = এবং, সখা অসি = মিত্রম্ অসি = প্রিয়সখা হও, ইতি = অথ = তাই, অয়মেব = অয়ম্ = এই, পুরাতনঃ = চিরন্তনঃ = চিরন্তন, সঃ যোগঃ = অবিনাশী যোগঃ = অবিনাশী যোগ, অদ্য = অস্মিন্ দিবসে = আজ, ময়া = মৎকর্তৃকম্ = আমার দ্বারা, তে = ত্বাম্ = তোমাকে, প্রোক্তঃ = উচ্যতে = বলা হচ্ছে। হি = যতঃ = যেহেতু, এতৎ =

Scanned with CamScanner

कस्मैचित्। कस्मात्, भक्तोऽसि मे सखा चेति। इतिशब्दो हेतौ। यस्मात्त्वं मम भक्तः शरणागतत्वे सत्यत्यन्तप्रीतिमान् सखा च समानवयाः स्निग्धसहायोऽसि सर्वदा भवसि अतस्तुभ्यमुक्त इत्यर्थः। अन्यस्मै कुतो नोच्यते तत्राह हि यस्मादेतज्ज्ञानमुत्तमं रहस्यमतिगोप्यम्।।३।।

পর্যালোচনা কর্মযোগ অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। গোপনীয় বিষয় বা রহস্য যে কাউকে বলা যায় না। অতিবিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকেই গোপনীয় বিষয় বলা যায়। আবার শুধুমাত্র অতিবিশ্বাসভাজন হলেই হবে না, তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকারীও হতে হবে। অর্জুন যে অধিকারী — কর্মযোগের মতো অতিগূঢ় বিষয় জানার উপযুক্ততা যে তাঁর রয়েছে, তার প্রমাণ হলো অর্জুন রাজর্ষিবংশসম্ভূত। অর্জুন পিতামহ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রমুখ কর্মযোগীদের উত্তরাধিকার বহন করছেন। রাজর্ষিগণই যে কর্মযোগের পরম্পরা বহন করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই তা বলেছেন।

কিন্তু কর্মযোগ বিষয়ে জানার আগ্রহ অর্জুনের কতটুকু? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুন উপায়ান্তর না দেখে শ্রীভগবানের চরণারবিন্দে নিজেকে সমর্পণ করে বলেছিলেন—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।

অর্থাৎ দুর্বলতা দোষে তথা দৈন্যদোষে আমার স্বভাব এখন উপহত তথা আমার হৃদয় অভিভূত। ধর্মের বিষয়ে মূঢ়চিত্ত (আমি) তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি — যা আমার পক্ষে অবশ্যই কল্যাণকর হবে, তা আমাকে বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দাও। অর্জুন যে সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তা তিনি শ্রীকৃষ্ণকে

Scanned with CamScanner

অর্জুন অনন্যমনা ... ছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। শরণাগতকে সর্বতোভাবে রক্ষা করাই তো ভগবানের কাজ— ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে চিরন্তন শাশ্বত কর্মযোগ গ্রহণের যোগ্য মনে করেন কি? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগের উপযুক্ত আধাররূপে ইতিমধ্যেই স্থির করে নিয়েছেন— 'ভক্তোঽসি মে সখা চ'। অর্জুন ভক্তিমান্ এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যক্তি। নিজ অধিকারে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। পরমকারুণিক শ্রী ভগবান্ তাঁর ভক্তকে ভক্ত হিসেবেই শুধু রাখেন নি। তাঁকে সখা ও বানিয়ে ফেলেছেন। ফলে যিনি সখা, অতিপ্রিয় সুহৃৎ— তাঁর কাছে একান্ত গোপন বিষয় বলতে তো কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। তাই যোগশাস্ত্রের আশ্চর্য বক্তা শ্রীকৃষ্ণ কুশলী শিষ্য অর্জুনকে কর্মযোগের উপদেশ দেবেন।

৯. **সংস্কৃতে ব্যাখ্যা ঃ** আলোচ্যে অস্মিন্ শ্লোকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'জ্ঞানযোগ' নামকং চতুর্থোঽধ্যায়স্য উপক্রমণিকঃ। অতিগোপনীয়স্য কর্মযোগস্য যোগ্যাধারঃ কঃ ভবেৎ ইত্যস্য বিষয়ঃ পর্যালোচিতঃ অস্মিন্ শ্লোকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ তৃতীয়াধ্যায়ে অর্জুনস্য প্রার্থনানুসারং শ্রীভগবতা তস্মৈ কর্মযোগঃ ব্যাখ্যাতঃ। কর্মযোগঃ অতীব গোপনীয়ঃ। কর্মযোগে সর্বেষাম্ অধিকারঃ নাস্তি। পূর্ব জনকাদয়ঃ রাজর্ষয়ঃ কর্মযোগম্ আচরিতবান্। কিন্তু বহুকালব্যবধানাৎ কর্মযোগস্য ধারা লুপ্তপ্রায়া জাতা। মনুষ্যাণাং ভোগাসক্তিরেব তত্র কারণম্। ধর্মক্ষয়ে অধর্মোৎপত্তৌ চ শ্রীভগবান্ আবির্ভবতি। তস্য আবির্ভাবেন সহ তস্য বিলুপ্তঃ যোগস্য অপি আবির্ভাবঃ জায়তে। পুনরাবির্ভূতস্য কর্মযোগস্য আধারঃ কঃ ভবেৎ? যঃ রাজর্ষিবংশজাতঃ শরণাগতঃ ভক্তঃ সঃ হি কর্মযোগস্য যোগ্যাধারঃ ভবেৎ। অর্জুনঃ শ্রীভগবন্তং প্রতি সর্বথা অনুরক্তঃ শরণাগতশ্চ। তদুপরি সঃ শ্রীভগবতা সখাত্বেন গৃহীতঃ। অথ অতিরহস্যস্য গোপনীয়স্য আধাররূপম্ অর্জুনং শ্রীভগবান্ পূর্বাধ্যায়ে কর্মযোগং ব্যাখ্যাতম্ ইতি।

অনুষ্টুপ্ ছন্দসা রচিতোঽয়ং শ্লোকঃ।

॥ अर्ज्जुन उवाच॥

●मूल : अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः।
कथमेतद् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति।।४।।

।। অর্জুন উবাচ।।

●মূল ঃ অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।।৪।।

Scanned with CamScanner

মূলশ্লোকপাঠঃ : অপরম্ ভবতঃ জন্ম পরম্ জন্ম বিবস্বতঃ।
কথম্ এতৎ বিজানীয়াম্ ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি ॥৪॥

সন্ধিবিশ্লেষ : কথম্ + এতৎ + বিজানীয়াম্। ত্বম্ + আদৌ, প্রোক্তবান্ + ইতি।

অন্বয় : অর্জুনঃ উবাচ—ভবতঃ জন্ম অপরং, বিবস্বতঃ জন্ম পরং; (তস্মাৎ) ত্বম্ আদৌ (ইমং যোগং) প্রোক্তবান্, ইতি, এতৎ (অহং) কথং বিজানীয়াম্?

প্রতিশব্দার্থ : অর্জুনঃ = অর্জুনঃ = অর্জুন, উবাচ = অবদৎ = বললেন, ভবতঃ = তব (শ্রীকৃষ্ণস্য) = আপনার, জন্ম = আবির্ভাবঃ = আবির্ভাব, অপরম্ = পরবর্তীকালে দ্বাপরযুগে = পরবর্তী দ্বাপরযুগে, বিবস্বতঃ = সূর্যস্য = সূর্যের, জন্ম = সৃষ্টিঃ = সৃষ্টি, পরম্ = কল্পাদৌ = পূর্ববর্তী কল্পের আদিতে, ইতি = ইমং বৃত্তান্তম্ = এই বৃত্তান্ত, কথম্ = কেন প্রকারেণ = কিভাবে, বিজানীয়াম্ = উপলভামহে = বুঝব, এতৎ = অমুং কর্মযোগম্ = এই কর্মযোগ, আদৌ = কল্পাদৌ = কল্পের আদিতে, ত্বম্ = ভবান্ = আপনি, (সূর্যকে) প্রোক্তবান্ = ব্যাখ্যাতবান্ = ব্যাখ্যা করেছিলেন।

বঙ্গানুবাদ : অর্জুন বললেন— হে ভগবান্! আপনার জন্ম তো পরবর্তীকালে (দ্বাপর যুগে), আর সূর্যের সৃষ্টি কল্পের আদিতে। তাই এই বৃত্তান্ত কিভাবে বুঝব যে, এই কর্মযোগ কল্পের আদিতে আপনি সূর্যকে ব্যাখ্যা করেছিলেন?

टीका (गूढार्थदीपिका): या भगवति वासुदेवे मनुष्यत्वेनासर्वज्ञत्वानित्यत्वाशङ्का मूर्खाणां तामपनेतुमनुवदन्नर्जुन आशङ्कते-अपरमिति। अपरमल्पकालीनमिदानीन्तनं वसुदेवगृहे भवतो जन्म शरीरग्रहणं विलीनं च मनुष्यवात्। परं बहुकालीनं सर्गादिभवमुत्कृष्टं वा देवत्वाद् विवस्वतो जन्म। अत्रात्मणो जन्माभावस्य प्राग्व्युत्पादितत्वाद्देहाभिप्रायेणैवार्जुनस्य प्रश्नः। अतः कथमेतद्विजानीयामतिविरुद्धार्थतया। एतच्छब्दार्थमेव विवृणोति-त्वमादौ प्रोक्तवानिति। त्वमिदानीन्तनो मनुष्योऽसर्वज्ञः सर्गादौ पूर्वतनाय सर्वज्ञायादित्याय प्रोक्तवानिति विरुद्धार्थमेतदिति भावः। अत्रायं निर्गलितोर्थः। एतद्देहावच्छिन्नस्य तव देहान्तरावच्छेदेन वा आदित्यं प्रत्युपदेष्टृत्वं एतद्देहेन वा। नाद्यः जन्मान्तरानुभूतस्यासर्वज्ञेन स्मर्तुमशक्यत्वात्। अन्यथा ममापि जन्मान्तरानुभूतस्मरणप्रसङ्गः। तव मम च मनुष्यत्वेनासर्वज्ञत्वाविशेषात्। तदुक्तमभियुक्तैः 'जन्मान्तरानुभूतं च न स्मर्यते' इति। नापि द्वितीयः सर्गादाविदानीन्तनस्य देहस्यासद्भावात्।

Scanned with CamScanner

तदेवं देहान्तरेण सर्गादौ सद्भावसंभवेपीदानीन्तनस्मरणानुपपत्तिः। अनेन देहेन स्मरणोपपत्तावपि सर्गादौ सद्भावानुपपत्तिरित्यसर्वज्ञात्वानित्यत्वाभ्यां द्वावर्जुनस्य पूर्वपक्षौ।।४।।

◎ **পর্যালোচনা :** শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা, একথা অর্জুন মহাভারতের সভাপর্বে (২.স ৩৮/২৩, ২৯) রাজসূয় যজ্ঞে পিতামহ ভীষ্মের নিকট শুনেছিলেন। মহাভারতের বনপর্বে (১১-৪৩) শ্রীকৃষ্ণের সাথে আলোচনায়ও অর্জুন শ্রীভগবানের পরমৈশ্বর্যের কথা জেনেছেন। তথাপি উপযুক্ত অবসর পেয়ে ভগবানের শ্রীমুখ থেকে তাঁর অবতারতত্ত্বের রহস্য সবিস্তারে শ্রবণের পিপাসায় এবং লোকশিক্ষার জন্য মনুষ্যসুলভ এক জিজ্ঞাসা তাঁর সামনে রাখেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মনু ও ইক্ষ্বাকু তার পূর্বে ত্রেতাযুগের রাজর্ষি। বিবস্বান্ সূর্য তারও পূর্ববর্তী কল্পারম্ভে। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে কর্মযোগ ব্যাখ্যা করেছিলেন বিবস্বান্ সূর্যকে?

অর্জুন কুশলী শ্রোতা। তিনি উপযুক্ত অধিকারী আশ্চর্য বক্তা শ্রীকৃষ্ণের সামনে আছেন। অধিকারী ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে যথার্থ উত্তর লাভই হলো কুশলী শিষ্যের লক্ষ্য— '*তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।*' তাই প্রশ্নত অর্জুনের লক্ষ্য সদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে অবতার রহস্য সম্যক্ জানা। আর এই উদ্দেশ্যেই তাঁর প্রশ্ন।

।। श्रीभगवानुवाच।।

●**मूल :** बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन।
तान्यहं वेद सर्व्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।।५।।

।। শ্রীভগবানুবাচ।।

●**মূল :** বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।৫।।

⊙**সন্ধিবিহীনপাঠ :** বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চ অর্জুন।
তানি অহম্ বেদ সর্বাণি ন ত্বম্ বেত্থ পরন্তপ।।৫।।

⊙**বিসন্ধি :** শ্রীভগবান্ + উবাচ। চ + অর্জুন!, তানি + অহম্।

O অন্বয় : শ্রী ভগবান্ উবাচ—অর্জুন! মে তব চ বহুনি জন্মানি ব্যতীতানি; অহং তানি সর্বাণি বেদ; পরন্তপ! ত্বং ন বেত্থ।

...ন সমস্তই অবগত আছি; তুমি সে সমস্ত ...

টীকা (গূঢ়ার্থদীপিকা): बहूनीति। तत्र सर्वज्ञत्वेन प्रथमस्य परिहारं जन्मानि लीलादेहग्रहणानि लोकदृष्ट्यभिप्रायेणादित्यस्योदयवन्मे मम बहूनि व्यतीतानि तव चाज्ञानिनः कर्मार्जितानि देहग्रहणानि। तवेत्युपलक्षणमितरेषामपि जीवानां जीवैक्याभिप्रायेण वा। हे अर्जुन! श्लेषेणार्जुनवृक्षनाम्ना संबोधयन्नावृतज्ञानत्वं सूचयति। तानि जन्मान्यहं सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो वेद जानामि सर्वाणि मदीयानि त्वदीयान्यन्यदीयानि च न त्वमज्ञो जीवस्तिरोभूतज्ञानशक्तिर्वेत्थ न जानासि स्वीयान्यपि किं पुनः परकीयाणि. हे परन्तप परं शत्रुं भेददृष्ट्या परिकल्प्य हन्तुं प्रवृत्तोऽसीति विपरीतदर्शित्वाद्भ्रान्तोऽसीति सूचयति। तदनेन संबोधनद्वयेनावरणविक्षेपौ द्वावप्यज्ञानधर्मौ दर्शितौ।।৫।।

পর্যালোচনা : দ্বাপর যুগে বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে জন্মেও শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে কল্পারম্ভে সৃষ্ট সূর্যকে কর্মযোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন — অর্জুনের মানুষী বুদ্ধি প্রসূত এই জিজ্ঞাসার উত্তর শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন বর্তমান শ্লোকে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জানালেন যে তাঁর এবং অর্জুনের অনেক জন্ম অতীত হয়েছে অর্থাৎ অর্জুন যেমন অনেকবার মরেছেন ও জন্মেছেন তেমনি শ্রীকৃষ্ণেরও অনেক জন্মান্তর ঘটেছে। কিন্তু উভয়ের জন্মান্তর কি একই রকম? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমাত্মা — 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'। তবে তাঁর আবার জন্মান্তর কেন? জগৎ ও জীবনকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতির জন্যই শ্রীকৃষ্ণের জন্মান্তর—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। (৪/৭)

— হে ভরতবংশীয় অর্জুন! যখন যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। যদিও স্বরূপতঃ অনাদি অনন্ত হয়েও নিজলীলাবশে

[illegible] পুনঃপুনঃ [illegible]। আর সেই কারণেই মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি রূপে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ ভগবান [illegible] অবতীর্ণ হন। আর অর্জুন? তিনি পরমাত্মার [illegible] প্রকৃতির বশীভূত হওয়ার কারণে মনুষ্যদেহী অর্জুনের [illegible] জীবাত্মা। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের জন্মান্তর ভিন্ন।

[illegible] অবতীর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্যবার অসংখ্যব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি যেমন বসুদেব পুত্ররূপে দ্বাপরে আছেন, তেমনি কল্পান্তে বা [illegible]। কল্পের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে তিনিই সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন এবং বর্তমান সৃষ্টির শ্রেষ্ঠস্বরূপ সূর্যকে কর্মযোগ শিক্ষা দিয়েছেন।

অর্জুন সীমিত ক্ষমতার অধিকারী, পার্থিব প্রতিনিধি। তাঁর আয়ু যেমন সীমিত, স্মৃতিও তেমনি ক্ষীণ। তাই জন্মান্তর বিষয় অর্জুনের অবগত নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমাত্মাস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ। তিনি সর্বজ্ঞ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তমাধ্যায়ে নিজের সর্বজ্ঞতার কথা তিনি জানিয়েছেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যানি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।। (৭ / ২৬)

— হে অর্জুন! অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— সমস্ত ভূতজগৎকেই আমি জানি। কিন্তু কোন ব্যক্তি (শ্রদ্ধাভক্তি শূন্য) আমাকে জানে না।

মানুষ অল্পজ্ঞ। তাঁর জ্ঞান সীমিত। কিন্তু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনি অসীম, অনন্ত, জ্ঞান স্বরূপ। কোন্ কোন্ সময়ে কি কি অবতাররূপে ঈশ্বর তাঁর লীলা প্রকাশ করেছেন, সে সমস্ত পূর্ণমাত্রায় তিনি অবহিত। অল্পজ্ঞ মনুষ্যজীবনের প্রতিনিধি অর্জুনের ও তাই দুর্বল স্মৃতির কারণে কোন কিছুই স্মরণে নেই। তাই, তাঁর এরকম জিজ্ঞাসা। কিন্তু সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ কল্পারম্ভে হিরণ্যগর্ভ রূপে সূর্যকে যে কর্মযোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন— তা তাঁর স্মরণে অটুট এবং অম্লান।

৯. **সংস্কৃত ব্যাখ্যা :** আলোচ্যঃ অয়ং শ্লোকঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'জ্ঞানযোগ' নামকঃ চতুর্থোঽধ্যায়াৎ উৎকলিতঃ। অস্মিন্ শ্লোকে অর্জুনসকাশং শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য সর্বজ্ঞত্বং প্রতিপাদয়তি।

জীবাত্মা তথা জীবপুরুষঃ স্বকর্মানুসারং পুনঃ পুনঃ জায়তে ম্রিয়তে চ— জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। কিন্তু মরণাৎ পরং জাতস্য জীবপুরুষস্য পূর্বস্মৃতিঃ অবলুপ্তা ভবতি। অথ জীবপুরুষঃ অল্পজ্ঞঃ। অর্জুনঃ জীবপুরুষাণাং প্রতিনিধিঃ। অল্পজ্ঞত্বেন তস্য পূর্বজন্মনঃ স্মৃতিঃ বিলুপ্তা জাতা। ফলতঃ দ্বাপরযুগে বসুদেবপুত্ররূপেন জাতেন শ্রীকৃষ্ণেন কল্পারম্ভে জাতায় সূর্যায় কর্মযোগশিক্ষাদানং কথং সম্পাদিতম্ ইতি জিজ্ঞাসা আসীৎ অর্জুনস্য।

অর্জুনস্য জিজ্ঞাসায়াঃ উত্তরে শ্রীকৃষ্ণেন তস্য সর্বজ্ঞত্বং প্রতিপাদিতম্। ধর্মসংস্থাপনার্থং

শ্রীভগবান্ পুনঃ পুনঃ আবির্ভবতি। ফলতঃ তস্যাপি জন্মান্তরং ভবতি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞঃ। সর্বজ্ঞত্বেন জন্মান্তরেঽপি ভগবতঃ স্মৃতিঃ অক্ষয়া তিষ্ঠতি। কল্পান্তরে সূর্যায় ... কর্মযোগ শিক্ষাদানবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্মৃতৌ বিদ্যমানঃ। এবং সর্বাঃ স্মৃতয়ঃ ... ঈশ্বরে সমভাবেন বর্তন্তে ইতি ভাবঃ।

● মূল : अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया।।६।।

● মূল : অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।৬।।

⊙ **সন্ধিবিহীনপাঠঃ** : অজঃ অপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্।
প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।।৬।।

⊙ **বিসন্ধি** : অজঃ + অপি, সন্ + অব্যয় + আত্মা, ভূতানাম্ + ঈশ্বরঃ + অপি, স্বাম্ + অধিষ্ঠায়, সম্ভবামি + আত্মমায়য়া।

○ **অন্বয়** : (অহং) অজঃ সন্ অপি অব্যয় আত্মা, ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি।

● **প্রতিশব্দার্থ** : অজঃ = জন্মরহিতঃ = জন্মরহিত, অব্যয়াত্মা = অবিনাশী আত্মা = অবিনাশী আত্মা, সন্ অপি = ভূত্বা অপি = হয়েও, ভূতানাম্ = সর্বেষাং প্রাণিনাম্ = সকল প্রাণীবর্গের, ঈশ্বরঃ = অধিপতিঃ = অধিপতি, সন্ অপি = ভূত্বা অপি = হয়েও, প্রকৃতিম্ = জগৎকারণভূতাম্ = জগৎকারণ প্রকৃতিকে, অধিষ্ঠায় = বশীভূতাং কৃত্বা = বশীভূত করে, স্বাম্ = নিজাম্ = নিজ, আত্মমায়য়া = আত্মনঃ ঐশীশক্ত্যা = নিজের ঐশী শক্তি দ্বারা, সম্ভবামি = আবির্ভবামি = আবির্ভূত হই।

● **বঙ্গানুবাদ** : জন্মরহিত ও অবিনাশী পরমাত্মা হয়েও, সকল প্রাণীবর্গের অধিপতি হয়েও, জগৎকারণ প্রকৃতিকে বশীভূত করে আমি আমার ঐশী শক্তিকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হই।

● **টীকা (গূঢ়ার্থদীপিকা)**: नन्वतीतानेकजन्मवत्त्वमात्मनः स्मरसि चेत्तर्हि जातिस्मरो जीवस्त्वं, परजन्मज्ञानमपि योगिनः सार्वात्म्याभिमानेन 'शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्' इति न्यायेन संभवति। तथाचाह वामदेवो जीवोपि "अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीवानृषिरस्मि विप्रः"

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে কাম এর উৎপত্তি, ক্রিয়া বর্ণনা করে, কাম সম্পর্কে সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য অয়ং শ্লোকঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ কর্মযোগনামকাৎ তৃতীয়োঽধ্যায়াৎ উৎকলিতঃ। অনিচ্ছন্ অপি মনুষ্যঃ কথং পাপকার্যেষু লিপ্তঃ ভবতি ইত্যেবং অর্জুনস্য জিজ্ঞাসা মুখেন শ্রীভগবতা অয়ং শ্লোকঃ উক্তঃ।

কামক্রোধাভ্যাং তাড়িতঃ সন্ মনুষ্যঃ পাপকর্মণি প্রভবতি। ক্রোধস্তু কামস্য পরিণতিরেব— 'কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে'। অথ মনুষ্যাণাং সর্বেষাম্ অপকর্মণাং মূলীভূতং কারণং কামঃ এব। সঃ চ কামঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজোগুণঃ রাগাত্মকঃ। গুণত্রয়বিভাগ-যোগে কামস্য প্রভাববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেণ স্বয়মুক্তঃ—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি, তৃষ্ণা সঙ্গমসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।

রাগাত্মকেন রজোগুণেন মনুষ্যঃ কর্মণা কর্মফলেন চ বদ্ধঃ ভবতি।

কামঃ মহাশনঃ—ভোগৈঃ সদৈব অতৃপ্তঃ। ভোগেন কামঃ কদাপি তৃপ্তঃ ন ভবতি। উক্তঞ্চ শ্রুতিশাস্ত্রে-ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেণ শাম্যতি'। কামশ্চ পুনঃ মহাপাপী। পাপাত্মকঃ কামঃ মনুষ্যান্ পাপকর্মসু নিয়োজয়তি। অথ কামঃ মনুষ্যাণাং চিরশত্রুঃ। —অর্জুনঃ সর্ববিঘ্নকারকং কামম্ এবং জানীয়াৎ ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য উপদেশঃ।

মূল : धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च।
यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्।।३८।।

মূল ঃ ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।৩৮।।

সন্ধিবিহীনপাঠ ঃ ধূমেন আব্রিয়তে বহ্নিঃ যথা আদর্শঃ মলেন চ।
যথা উল্বেন আবৃতঃ গর্ভঃ তথা তেন ইদম্ আবৃতম্।।৩৮।।

বিসন্ধি ঃ ধূমেন + আব্রিয়তে, বহ্নিঃ + যথা + আদর্শঃ, যথা + উল্বেন + আবৃতঃ, গর্ভ + তথা, তেন + ইদম্ + আবৃতম্।

অন্বয় ঃ যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে, যথা আদর্শঃ মলেন, যথা গর্ভঃ উল্বেন, তথা তেন ইদম্(আত্মজ্ঞানম্) আবৃতম্।

প্রতিশব্দার্থ ঃ বহ্নিঃ = অগ্নিঃ = অগ্নি, যথা = যদ্রূপম্ = যেমন, ধূমেন = ধূম্রেণ = ধূম দ্বারা, চ = তথা = এবং, আদর্শঃ = দর্পণঃ = দর্পণ, মলেন = রজসা = ধূলিদ্বারা, আব্রিয়তে = আবৃতঃ ভবতি = আবৃত হয়, গর্ভঃ = গর্ভদেশঃ = গর্ভ,

Scanned with CamScanner

মানুষের পতনের কারণটি চিহ্নিত করে তিনি বলেছিলেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।(গীতা, ২।৬২, ৬৩)

—বিষয় সমূহের চিন্তা করতে করতে জীবের ইহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হতে কামনা এবং কামনা হতে ক্রোধের উৎপত্তি। ক্রোধ হতে সম্মোহ জন্মায়, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ।

শ্রীভগবানুবাচ

●**मूल** : काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्।।३७।।

●**মূল** ঃ কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।৩৭।।

⊙**সন্ধিবিহীনপাঠ** ঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ এষঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনঃ মহাপাপ্মা বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিণম্।।৩৭।।

⊙**বিসন্ধি** ঃ বিদ্ধি + এনম্ + ইহ।

অন্বয় ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ-রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ ইহ এনং বৈরিণং বিদ্ধি।

প্রতিশব্দার্থ ঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ = রজোগুণাৎ সমুৎপন্নঃ = রজোগুণ থেকে সমুৎপন্ন, এষঃ = অয়মেব = এই, কামঃ = কামঃ যড়্রিপুষু প্রথমঃ = (যড়্রিপুর প্রথম) কামই, ক্রোধঃ = ক্রোধনামকঃ রিপুঃ ভবতি = ক্রোধনামক রিপু, এষঃ = অয়ং কামঃ = এই কাম, মহাশনঃ = সদা অতৃপ্তঃ মহাভোজী = সর্বদা অতৃপ্ত মহাভোজী, মহাপাপ্মা = মহাপাপী = মহাপাপী, এনম্ = এনম্ কামম্ = এই কামকেই, ইহ = অস্মিন্ বিষয়ে = এই বিষয়ে বলপূর্বক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানুষের পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে, বৈরিণম্ = শত্রুরূপেণ = শত্রুরূপে, বিদ্ধি = জানীহি = জানবে।

বঙ্গানুবাদ ঃ রজোগুণ থেকে সমুৎপন্ন (যড়্রিপুর প্রথম) এই কামই ক্রোধ নামক রিপুও। এই কাম সদা অতৃপ্ত মহাভোজী এবং মহাপাপী। এই বিষয়ে (বলপূর্বক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানুষের পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে) এই কামকেই শত্রু বলে তুমি (অর্জুন) জানবে।

Scanned with CamScanner

—কাম, ক্রো...
তিনটিকে ত্যাগ করবে।

কাম আবরণকারক, বস্তুর প্রকৃত প্রকাশ কালে আবরণ ছিন্ন হয়। গর্ভস্থ পূর্ণাঙ্গ শিশু যেমন জরায়ুর বন্ধন ছিন্ন করে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন ধূম্রজাল ভেদ করে, প্রখর সূর্য যেমন কুয়াশার আবরণ মোচন করে, তেমনি জ্ঞান—পরমজ্ঞান ও কামের আবরণকে নস্যাৎ করে।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য অয়ং শ্লোকঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ কর্মযোগনামকাৎ তৃতীয়োঽধ্যায়াৎ উৎকলিতঃ। জ্ঞানিনাং চিরশত্রোঃ কামস্য প্রকৃতিবর্ণনাবসরে শ্রীভগবতা শ্রীকৃষ্ণেণ অয়ং শ্লোকঃ উক্তঃ।

কদাপি কাষ্ঠৈঃ ঘৃতৈশ্চ ন অগ্নিঃ তৃপ্যতে। অথ অনলঃ দুষ্পূরঃ। যস্য কামনাপূরণং দুষ্করং স দুষ্পূরঃ। অনলস্য দুষ্পূরত্বং শ্রীমদ্ভাগবতে অপি বর্ণিতম্—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।। (ভাগবত, ৯।১৯।১৪)

কামঃ অনলসদৃশঃ দুষ্পূরঃ। ভোগশতেনাপি কামস্য তৃপ্তিঃ ন ভবতি। অয়ঞ্চ কামঃ জ্ঞানিনাং চিরশত্রুঃ। কামস্য প্রভাবাৎ সাধকস্য মনসি বিবেক-বৈরাগ্য নিষ্কাম ভাবনায়াঃ স্থিরত্বং ন সাধ্যতে। কামপ্রভাবেন জ্ঞানিনাং সাধনায়াং বিবিধাঃ বিপত্তয়ঃ জায়ন্তে।

অথ কামঃ সাধনমার্গস্য চিরশত্রুত্বেন চিহ্নিতঃ। তেন চ কামেন কর্মযোগিনাং জ্ঞানম্ আবৃতং ভবতি। ফলতঃ বিদ্যাবন্তঃ বুদ্ধিমন্তঃ অপি জ্ঞানিনঃ সত্যাসত্যনির্ণয়ে অক্ষমাঃ ভবন্তি।

●मूल : इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्।।४०।।

●মূল ঃ ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।।৪০।।

সংস্কৃ...
তৃতীয়োঽধ্যায়াৎ উৎকলিতঃ। আ... ...তুঃ ভবতি
ইত্যেবং অর্জুনস্য জিজ্ঞাসা মুখেন শ্রীভগবতা অয়ং শ্লোকঃ উক্তঃ।
কামক্রোধাভ্যাং তাড়িতঃ সন্ মনুষ্যঃ পাপকর্মণি প্রভবতি। ক্রোধস্তু কামস্য পরিণতিরেব— 'কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে'। অথ মনুষ্যাণাং সর্বেষাম্ অপকর্মণাং মূলীভূতং কারণং কামঃ এব। সঃ চ কামঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজোগুণঃ রাগাত্মকঃ। গুণত্রয়বিভাগ-যোগে কামস্য প্রভাববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেণ স্বয়মুক্তঃ—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি, তৃষ্ণা সঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।

রাগাত্মকেন রজোগুণেন মনুষ্যঃ কর্মণা কর্মফলেন চ বদ্ধঃ ভবতি।
কামঃ মহাশনঃ—ভোগৈঃ সদৈব অতৃপ্তঃ। ভোগেন কামঃ কদাপি তৃপ্তঃ ন ভবতি। উক্তঞ্চ শ্রুতিশাস্ত্রে-ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেণ শাম্যতি'। কামশ্চ পুনঃ মহাপাপী। পাপাত্মকঃ কামঃ মনুষ্যান্ পাপকর্মসু নিয়োজয়তি। অথ কামঃ মনুষ্যাণাং চিরশত্রুঃ। —অর্জুনঃ সর্ববিঘ্নকারকং কামম্ এবং জানীয়াৎ ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য উপদেশঃ।

●मूल : धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च।
यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्।।३८।।

●মূল : ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।৩৮।।

⊙সন্ধিবিহীনপাঠ : ধূমেন আব্রিয়তে বহ্নিঃ যথা আদর্শঃ মলেন চ।
যথা উল্বেন আবৃতঃ গর্ভঃ তথা তেন ইদম্ আবৃতম্।।৩৮।।

⊙বিসন্ধি : ধূমেন + আব্রিয়তে, বহ্নিঃ + যথা + আদর্শঃ, যথা + উল্বেন + আবৃতঃ, গর্ভ + তথা, তেন + ইদম্ + আবৃতম্।

O অন্বয় : যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে, যথা আদর্শঃ মলেন, যথা গর্ভঃ উল্বেন, তথা তেন ইদম্(আত্মজ্ঞানম্) আবৃতম্।

● প্রতিশব্দার্থ : বহ্নিঃ = অগ্নিঃ = অগ্নি, যথা = যদ্রূপম্ = যেমন, ধূমেন = ধূম্রেণ = ধূম দ্বারা, চ = তথা = এবং, আদর্শঃ = দর্পণঃ = দর্পণ, মলেন = রজসা = ধূলিদ্বারা, আব্রিয়তে = আবৃতঃ ভবতি = আবৃত হয়, গর্ভঃ = গর্ভদেশঃ = গর্ভ,

Scanned with CamScanner

তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে কর্মযো...

অর্জুন কুশলী শ্রোতা। তিনি উপযুক্ত অধিকারী আশ্চর্য বক্তা শ্রীকৃষ্ণের সামনে আছেন। অধিকারী ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে যথার্থ উত্তর লাভই হলো কুশলী শিষ্যের লক্ষ্য— *'তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।'* তাই প্রশ্নকর্তা অর্জুনের লক্ষ্য সদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে অবতার রহস্য সম্যক্ জানা। আর এই উদ্দেশ্যেই তাঁর প্রশ্ন।

॥ श्रीभगवानुवाच॥

●मूल : बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन।
तान्यहं वेद सर्व्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप॥५॥

॥ শ্রীভগবানুবাচ॥

●মূল ঃ বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥৫॥

⊙সন্ধিবিহীনপাঠ ঃ বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চ অর্জুন।
তানি অহম্ বেদ সর্বাণি ন ত্বম্ বেত্থ পরন্তপ॥৫॥

⊙বিসন্ধি ঃ শ্রীভগবান্ + উবাচ। চ + অর্জুন!, তানি + অহম্।

O অন্বয় ঃ শ্রী ভগবান্ উবাচ—অর্জুন! মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি; অহং সর্বাণি বেদ; পরন্তপ! ত্বং ন বেত্থ।

Scanned with CamScanner

श्रीमद्भगवद्गीता

चतुर्थोऽध्यायः (A-5)

ज्ञानयोगः

।। श्रीभगवानुवाच।।

●मूल : इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।
विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्।।१।।

।। শ্রীভগবানুবাচ।।

●মূল ঃ ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।১।।

⊙**সন্ধিবিহীনপাঠে ঃ** ইমম্ বিবস্বতে যোগম্ প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।।১।।

⊙**বিসন্ধি ঃ** প্রোক্তবান্ + অহম্ + অব্যয়ম, মনুঃ + ইক্ষ্বাকবে + অব্রবীৎ।

⊙ **অন্বয় ঃ** শ্রীভগবান্ উবাচ—অহম্ ইমম্ অব্যয়ং যোগং বিবস্বতে প্রোক্তবান্, বিবস্বান্ মনবে প্রাহ; মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।

● **প্রতিশব্দার্থ ঃ** **শ্রীভগবান্** = পরমপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ = পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, **উবাচ** = অবদৎ = বললেন, **অহম্** = শ্রীভগবান্ স্বয়ম্ = আমি শ্রীভগবান্, **ইমম্** = ইমম্ যোগম্ = এই, **অব্যয়ম্** = অবিনাশী = অবিনাশী, **যোগম্** = কর্মযোগম্ = কর্মযোগের কথা, **বিবস্বতে** = সূর্যায় = সূর্যকে, **প্রোক্তবান্** = প্রকৃষ্টরূপেণ উক্তবান্ = সম্যক্‌ভাবে বলেছিলাম, **বিবস্বান্** = সূর্যঃ = সূর্য, **মনবে** = স্বপুত্রায় মনবে = নিজপুত্র বৈবস্বত মনুকে, **প্রাহ** = প্রকৃষ্টরূপেণ্ আহ = যথাযথভাবে বলেছিলেন, **মনুঃ** = বৈবস্বতঃ মনুঃ = বৈবস্বত মনু, **ইক্ষ্বাকবে** = স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবে = নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুকে, **অব্রবীৎ** = ব্যাখ্যাং কৃতবান্ = ব্যাখ্যা করেছিলেন।

✱ **বঙ্গানুবাদ ঃ** শ্রী ভগবান বললেন—আমি (শ্রীভগবান্ স্বয়ম্) এই অবিনাশী জ্ঞান যোগের কথা বিবস্বান্ সূর্যকে সম্যক্‌রূপে বলেছিলাম, সূর্য নিজপুত্র বৈবস্বত মনুকে এই

Scanned with CamScanner

...সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।(গীতা, ২।৬২, ৬৩)

—বিষয় সমূহের চিন্তা করতে করতে জীবের ইহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হতে কামনা এবং কামনা হতে ক্রোধের উৎপত্তি। ক্রোধ হতে সম্মোহ জন্মায়, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ।

শ্রীভগবানুবাচ

● **মূল** : काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्।।३७।।

● **মূল** ঃ কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।৩৭।।

⊙ **সন্ধিবিহীনপাঠ** ঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ এষঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনঃ মহাপাপ্মা বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিণম্।।৩৭।।

⊙ **বিসন্ধি** ঃ বিদ্ধি + এনম্ + ইহ।

○ **অন্বয়** ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ-রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ ইহ এনং বৈরিণং বিদ্ধি।

● **প্রতিশব্দার্থ** ঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ = রজোগুণাৎ সমুৎপন্নঃ = রজোগুণ থেকে সমুৎপন্ন, এষঃ = অয়মেব = এই, কামঃ = কামঃ ষড়্‌রিপুষু প্রথমঃ = (ষড়্‌রিপুর প্রথম) কামই, ক্রোধঃ = ক্রোধনামকঃ রিপুঃ ভবতি = ক্রোধনামক রিপু, এষঃ = অয়ং কামঃ = এই কাম, মহাশনঃ = সদা অতৃপ্তঃ মহাভোজী = সর্বদা অতৃপ্ত মহাভোজী, মহাপাপ্মা = মহাপাপী = মহাপাপী, এনম্ = এনম্ কামম্ = এই কামকেই, ইহ = অস্মিন্ বিষয়ে = এই বিষয়ে বলপূর্বক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানুষের পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে, বৈরিণম্ = শত্রুরূপেণ = শত্রুরূপে, বিদ্ধি = জানীহি = জানবে।

✱ **বঙ্গানুবাদ** ঃ রজোগুণ থেকে সমুৎপন্ন (ষড়্‌রিপুর প্রথম) এই কামই ক্রোধ নামক রিপুও। এই কাম সদা অতৃপ্ত মহাভোজী এবং মহাপাপী। এই বিষয়ে (বলপূর্বক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানুষের পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে) এই কামকেই শত্রু বলে তুমি (অর্জুন) জানবে।

Scanned with CamScanner

তৃতীয়োऽध्याय:

कर्मयोग:

(रजोगुण:—३६—४०)

●**मूल** : अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः।
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः।।३६।।

●**মূল** ঃ অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।৩৬।।

⊙**সন্ধিবিহীনপাঠ** ঃ অথ কেন প্রযুক্তঃ অয়ম্ পাপম্ চরতি পুরুষ।
অনিচ্ছন্ অপি বার্ষ্ণেয় বলাৎ ইব নিয়োজিত।।৩৬।।

⊙**বিসন্ধি** ঃ প্রযুক্তঃ + অয়ম্, অনিচ্ছন্ + অপি, বলাৎ + ইব।

○ **অন্বয়** ঃ অথ বার্ষ্ণেয়! অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ (সন্) বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব চরতি।

● **প্রতিশব্দার্থ** ঃ বার্ষ্ণেয় = ভো বার্ষ্ণেয়= হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশসম্ভূত), অথ = কিমর্থম্ = তা হলে কেন, অয়ম্ পুরুষঃ = অয়ং মানবঃ = এই মানব, অনিচ্ছন্নপি = অনিচ্ছুকঃ সন্ = অনিচ্ছুক হয়েও, কেন = কেন বলেন = কোন শক্তির দ্বারা, বলাৎ = বলপূর্বকম্ = বলপূর্বক, নিয়োজিতঃ ইব = প্রযুক্তঃ ইব = নিয়োজিত হয়ে, পাপম্ = পাপকর্মণি = পাপকার্যে, প্রযুক্তঃ = প্রবৃত্তঃ = প্রবৃত্ত হয়ে, চরতি = আচরতি = আচরণ করে।

✸ **বঙ্গানুবাদ** ঃ হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশসম্ভূত)! তাহলে কেন এই মানব স্বয়ং অনিচ্ছুক হয়েও কার দ্বারা বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে পাপকার্যে প্রবৃত্ত হচ্ছে।

◆ **টীকা (गूढार्थदीपिका)**: तत्र काम्यप्रतिषिद्धकर्मप्रवृत्तिकारणमपनुद्य

Scanned with CamScanner

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার প্রতিটি অধ্যায় 'যোগ' নামে অভিহিত— যুজ্যতে অনেন ইতি যোগঃ।
যুজ্ + ঘঞ্ = যোগ। যোগ পন্থা। যে পন্থায় বিশিষ্ট জীব পরম মিলনপথে, জীবাত্মা
পরমাত্মার সাথে যুক্ত হয়, তাই যোগ।

চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রী ভগবান্ বলেছেন যে, তিনি সূর্যকে এই কর্মযোগ
প্রথম ব্যাখ্যা করেছেন। সূর্যকে কেন তিনি প্রথম ব্যাখ্যা করলেন? উত্তর হলো— সূর্য
অনন্ত। আমাদের পরিদৃশ্যমান্ সূর্য, বিবস্বান্ সূর্য। এরকম সূর্য আরও অনেক থাকতে
থাকতে পারে। কিন্তু পরিদৃশ্যমান জীবমণ্ডলের সূর্যই প্রধান। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—
'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'। সূর্যকে কেন্দ্র করেই এই জীবজগৎ আবর্তিত হয়। সুতরাং
সূর্যই এই সৌরমণ্ডলের প্রধান। তাই শ্রীভগবান্ সূর্যকেই প্রথম কর্মযোগ ব্যাখ্যা করেন।

সূর্যের পর বৈবস্বত মনু ও মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর উল্লেখ গীতায় করা হয়েছে। এর কারণ
কি? বৈবস্বত মনু মানব প্রজাতির পুরোধা ব্যক্তি। তিনি কর্মযোগী। বর্তমান মানব সমাজ
মনুর কর্মেরই ফলশ্রুতি। এই কর্মযোগীর দৃষ্টান্ত হিসেবেই মনু ও ইক্ষ্বাকুর নাম উল্লিখিত
হয়েছে। কারণ কর্মের দ্বারাই লোক সংগ্রহ হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে পরম
পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টতই কর্মযোগী ও তাঁদের লোকসংগ্রহ ক্ষমতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত
করেছেন—

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।।

জনক প্রভৃতি জ্ঞানীগণ আসক্তিরহিত কর্মের দ্বারাই পরম প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
সে জন্য লোক সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মের জন্য যোগ্যতা অর্জন কর অর্থাৎ
তোমার ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে বিশ্বকল্যাণ সাধনে কর্ম করা উচিত।

●मूल : एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप।।२।।

●মূল ঃ এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।২।।

⊙সন্ধিবিহীনপাঠ ঃ এবম্ পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমম্ রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ।
স কালেন ইহ মহতা যোগঃ নষ্টঃ পরন্তপ।।২।।

Scanned with CamScanner

জ্ঞান, আবৃতম্ = আচ্ছাদিতম্ = আবৃত থাকে।

বঙ্গানুবাদ ঃ অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা, দর্পণ যেমন ধূলির দ্বারা আবৃত থাকে এবং গর্ভ যেমন জরায়ু দ্বারা আবৃত, তেমনি জ্ঞানও কামনার দ্বারা আবৃত থাকে।

◆ **টীকা (गूढार्थदीपिका)**: तस्य महापाप्मत्वेन वैरित्वमेव। वैरित्वमेव दृष्टान्तैः स्पष्टयति— धूमेति। तत्र शरीरारम्भात्प्रागन्तःकरणस्यालब्धवृत्तिकत्वात्सूक्ष्मः कामः शरीरारम्भकेन कर्मणा स्थूलशरीरावच्छिन्ने लब्धवृत्तिकेन्तःकरणे कृताभिव्यक्तिः सन् स्थूलो भवति स एव विषयस्य चिन्त्यमानावस्थायां पुनः पुनरुद्रिच्यमानः स्थूलतरो भवति। स एव पुनर्विषयस्य भुज्यमानतावस्थायामत्यन्तोद्रेकं प्राप्तः स्थुलतमो भवति। तत्र प्रथमावस्थायां दृष्टान्तः, यथा धूमेन सहजेनाप्रकाशात्मकेन प्रकाशात्मको वह्निराव्रियते, द्वितीयावस्थायां दृष्टान्तः यथादर्शो मलेनासहजेनादर्शोत्पत्त्यनन्तरमुद्रिक्ते न। चकारोऽवान्तरवैधर्म्यसूचनार्थः आव्रियत इति क्रियानुकर्षणार्थश्च। तृतीयावस्थायां दृष्टान्तः, यथोल्वेन जरायुणा गर्भवेष्टनचर्मणातिस्थूलेन सर्वतो निरुध्यावृतस्तथा प्रकारत्रयेणापि तेन कामेनेदमावृतम्। अत्र धूमेनावृतोपि वह्निर्दाहादिलक्षणं स्वकार्यं करोति। मलेनावृतस्त्वादर्शः प्रतिव्रिम्बग्रहणलक्षणं स्वकार्यं न करोति। स्वच्छताधर्ममात्रतिरोधानात् स्वरूपतस्तूपलभ्यत एव। उल्वेनावृतस्तु गर्भो न हस्तपाददिप्रसारणरूपं स्वकार्यं करोति न वा स्वरूपत उपलभ्यत इति विशेषः।।३८।।

◈ **পর্যালোচনা** ঃ শ্লোকে 'তেন' ও 'ইদম্'— এই সর্বনাম দুটি যথাক্রমে কামনা ও জ্ঞানের বাচক। 'তেন ইদম' — অর্থাৎ জ্ঞান কামনা দ্বারা আবৃত থাকে। কামনা জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে— এই সত্য বোঝাতে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তিনটি দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন। বহ্নি, দর্পণ এবং গর্ভ—বহ্নি ধূম দ্বারা, দর্পণ মল বা ধূলি দ্বারা এবং গর্ভ জরায়ু দ্বারা আবৃত থাকে। কামকর্তৃক আবরণের তিনটি পর্যায়— বিক্ষেপ, মল এবং আবরণ। অগ্নি জ্যোতিঃসম্পন্ন হলেও ধূম্রাবৃত অগ্নি শক্তিহীন। দর্পণ প্রতিভাসমান হলেও মলাবৃত হওয়ার কারণে প্রতিভাসহীন এবং গর্ভ প্রকাশমান হলেও জরায়ুর কারণে অপ্রকাশমান।

Scanned with CamScanner

प्रवृत्तिर्नेदृशी क्वचित्।। तस्माच्छ्रेयोर्थिनः पुंसः प्रेरकोऽनिष्टकर्मणि। वक्तव्यस्तन्निरसार्थमित्यर्था स्यात्परा श्रुतिः।। अनाप्तपुरुषार्थोऽयं निःशेषानर्थसंकुलः। इत्यकामयतानाप्तान्पुमर्थान्साधनैर्जडः।। जिहासति तथानर्थानविद्वानात्मनि श्रितान्।। अविद्योद्भूतकामः सन्नथो खल्विति च श्रुतिः। अकामतः क्रियाःकश्चिदृश्यन्ते नेह कस्यचित्। यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्।। काम एष क्रोध एष इत्यादिवचनं स्मृतेः। प्रवर्तको नापरोऽतः कामादन्यः प्रतीयते" इति। अकामतः इति मनुवचनम्। अन्यतस्पष्टम्।।३७।।

◈ **পর্যালোচনা** ঃ সব জেনেশুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ কেন পাপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, অর্জুনের এই জিজ্ঞাসার উত্তর শ্রীভগবান্ দিচ্ছেন এই শ্লোকে।

এই অধ্যায়েই অন্যত্র শ্রীভগবান্ বলেছেন ইন্দ্রিয়ের বিষয় যে রাগ ও দ্বেষ-তা মানুষকে বলপূর্বক লুণ্ঠন করে পতনের দিকে নিয়ে যায়—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।।(গীতা, ৩।৩৪)।

—ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ প্রচ্ছন্নভাবে আছে। এ দুটির বশবর্ত্তী হবে না। কারণ রাগ ও দ্বেষ কল্যাণের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী মানুষের ভয়ঙ্কর শত্রু।

এই রাগ ও দ্বেষের স্থূলরূপ কাম ও ক্রোধ। কাম ও ক্রোধের মধ্যে আবার কামই প্রধান। কারণ ক্রোধ কামেরই পরিণতি। কামের উৎপত্তি, 'রাগ' (আসক্তি) থেকে, এই রাগ আবার রজোগুণযুক্ত- 'রজোগুণসমুদ্ভবঃ'। কাম থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি। এই কামকে বিনাশ করতে পারলে, ক্রোধ স্বাভাবিক নিয়মেই বিনষ্ট হবে। রজোগুণ রাগত্মক, আর কাম রাগাত্মক রজোগুণেরই পরিণতি—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি, তৃষ্ণা সঙ্গমসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।।

হে অর্জুন! রাগরূপ রজোগুণকে কামনা এবং আসক্তি হতে উৎপন্ন বলে জানবে, ঐ রজোগুণ এই জীবাত্মাকে কর্ম ও তাঁর ফলের আসক্তির দ্বারা বন্ধন করে।

এই কাম মহাভোগী, ভোগে কামনার কখনো তৃপ্তি আসেনা— '*ন হি কামকামানামুপভোগেন শাম্যতি*'। ভোগ কামনা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। কাম মহাপাপী—ইহা সকল অনর্থের মূল। মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাম পাপকর্মে লিপ্ত করায়।

Scanned with CamScanner